দুষ্কর্ম করিয়াছিলে স্মরণ কর দেবরাজ! আমি প্রথমে প্রজা [illegible] সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের সকলেরই [illegible] ও রূপ সর্ব্বপ্রকারেই একপ্রকার হইয়াছিল; আকৃতি [illegible] সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন ইতর বিশেষ ছিল না। তদনন্তর আমি একাগ্রমনে সেই সকল প্রজার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম; এবং তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন করিয়া এক স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট আমি তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইলাম; এবং ঐ সকল রূপ গুণ একত্র করিয়া অহল্যা নামে স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। হল শব্দের অর্থ বিরূপতা, সেই বিরূপতা হইতে জন্মে যে নিন্দা তাহার নাম হল্য। আমার সৃষ্ট ঐ স্ত্রীতে হল্য ছিল না বলিয়া সে অহল্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছে; আমি তাহার ঐ নাম রাখিয়াছিলাম। হে দেবেন্দ্র! হে সুরশ্রেষ্ঠ! সেই নারীকে সৃষ্টি করিয়া আমার চিন্তা হইল, এ কাহার পত্নী হইবে। শক্র! তুমি কিন্তু তৎকালে আপন পদের অহঙ্কারে তাহাকে তোমার নিজেরই পত্নী জ্ঞান করিয়াছিলে। আমি তাহাকে মহাত্মা গৌতমের নিকট ন্যাস স্বরূপে রক্ষা করিলাম। অনেক বৎসরের পর গৌতম পুনর্ব্বার তাহাকে আমায় ফিরাইয়া দিলেন। অনন্তর আমি মহামুনি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহারই সহিত অহল্যার বিবাহ দিলাম। অনন্তর মহামুনি অহল্যার সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে আমি অহল্যাকে গৌতমের সহধর্ম্মিণী করিলে পর, দেবতারা সকলেই হতাশ হইলেন। কিন্তু তুমি কামের বশীভূত [illegible] মুনির আশ্রমে যাইয়া দেখিলে, অহল্যা অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তখন তুমি কামান্ধ এবং [illegible] সতীত্ব হরণ করিলে। ঐ সময় গৌতম [illegible] দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই মহাতেজা [illegible] [illegible] তোমাকে অভিসম্পাত করিলেন,

মর্য্যাদিলঙ্ঘন ঘটিয়াছে; তুমি নির্ভয়ে ইহার সতীত্ব লোপ করিয়াছ; এই জন্য তুমি সমরে শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইবে। আর মুচ্ মতে! তুমি যে এই পাপের সৃষ্টি করিলে, তোমার দোষে অদ্যাবধি মানুষলোকে এই পাপ প্রচলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যে ব্যক্তি এই পাপ করিবে, সে ঐ পাপের অর্দ্ধভাগী হইবে; অপর অর্দ্ধ তোমাতে পতিত হইবে। আরও বলিতেছি, যে যে দেবতার রাজা হইবে, তাহারই পদ চিরস্থায়ী হইবে না। আমি এই অভিসম্পাত করিলাম।

শক্র! মহামুনি গৌতম তৎকালে তোমাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তদনন্তর ঐ সুমহাতপা মহর্ষি নিজ-ভার্য্যাকেও অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, দুর্বিনীতে! আমার এই আশ্রমসমীপেই তোমার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হউক। তুমি রূপযৌবনসম্পন্না, কিন্তু তোমার চিত্ত অস্থির; অতএব লোকে আর তুমিই কেবল একা রূপবতী থাকিবে না। সকল সৃষ্ট বস্তুই তোমার রূপ ভাগ করিয়া লইবে; তোমার এই অসামান্য রূপ লইয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে। সেই অবধিই সকল সৃষ্ট পদার্থই সুন্দর হইয়াছে। অনন্তর অহল্যা মহর্ষি গৌতমের কোপশান্তি করিতে লাগিলেন। কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবরাজ আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমার সতীত্ব লোপ করিয়াছেন; সুতরাং আমি না জানিয়াই পাপ করিয়াছি, ইচ্ছা [illegible] করি নাই। অতএব হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাকে [illegible] [illegible]।

[illegible] এই কথা কহিলে পর গৌতম কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে [illegible] মহাতেজা দশরথ জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকে [illegible] [illegible] হইবেন। মনুষ্যরূপধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু সেই রাজার [illegible] [illegible] তপোবনে আগমন করিবেন; তাঁহাকে তুমি [illegible] দর্শন পাইবে, তখন তোমার পাপ দূর হইবে। [illegible] তিনিই সেই পাপের মোচন করিতে পারি-

লেন। ইঁহার আতিথ্য সৎকার করিলে, তুমি অবশেষে পুনর্ব্বার আমার নিকট উপস্থিত হইবে। বরবর্ণিনি! তখন তুমি আবার আমার সহিত কাল যাপন করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া সেই রাজর্ষি পুনর্ব্বার নিজ আশ্রমমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই ব্রহ্মবাদীর পত্নী অহল্যাও সেই অবধি সুমহৎ তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শক্র! সেই মুনির অভিসম্পাতনিবন্ধনই তোমার এই সকল ঘটিয়াছে। অতএব মহাবাহো! পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাই স্মরণ কর। বাসব! সেই অভিসম্পাতনিবন্ধনই তুমি শত্রু কর্তৃক বদ্ধ হইয়াছিলে, অন্য কোন কারণেই হও নাই। এক্ষণে তুমি শীঘ্র সংযত হইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ কর। সেই যজ্ঞ দ্বারা শুচি হইলে পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। দেবরাজ! মহারণে তোমার পুত্রও বিনষ্ট হয় নাই; তাহার মাতামহ তাহাকে লইয়া গিয়া মহাসাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন।

মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া, বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার দেবগণের রাজা হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের এতাদৃশ বল আমি এই কীর্ত্তন করিলাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিল।

অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই বলিল, আশ্চর্য্য। রামের পার্শ্বোপবিষ্ট বিভীষণ রামকে কহিলেন, আজ অনেক দিনের পর [illegible] প্রাচীন বৃত্তান্ত পুনঃস্মরণ হইল। তখন রাম অগস্ত্যকে কহিলেন, আপনার বাক্য সমস্তই সত্য বটে, আমি বিভীষণের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অনন্তর অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সবংশে [illegible] রাবণ পুত্রসমভিব্যাহারে এই রূপে রণে দে[illegible] করিয়া অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া [illegible] ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! [illegible] বন্! ক্রূর রাক্ষস রাবণ যখন মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন কি মেদিনী লোকশূন্যা ছিলেন? সমগ্র মেদিনীমণ্ডলে কি তৎকালে কোন রাজা কি রাজপুত্র ছিলেন না, যে রাবণের দণ্ড করেন? অথবা তখন সকল রাজাই হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন? শুনিতেছি রাবণ ত উৎকৃষ্ট [illegible] সকলের দ্বারা সকল রাজাকেই দূরীকৃত করিয়াছিলেন।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভগবান্ অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া, রুদ্রদেবকে প্রজাপতির ন্যায়, রামচন্দ্রকে কহিলেন, পার্থিবশ্রেষ্ঠ! রাবণ এই রূপে রাজাদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি [illegible] স্বর্গপুরীর ন্যায় মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন; ভগবান্ অগ্নিদেব নিয়ত ঐ পুরীতে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ পুরীর রাজার নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন [illegible] তেজস্বী ছিলেন; এবং ঐ পুরীতে অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে আসীন হইয়া প্রজ্বলিত হইতেন। এক দিন মহাবল হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীতে ক্রীড়া করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ঐ দিনেই রাক্ষসরাজ রাবণ মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা অর্জ্জুন কোথায়? তোমরা আমাকে শীঘ্র নিশ্চয় করিয়া বল। আমি রাবণ; রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। তোমরা তাহাকে সর্ব্বাগ্রে আমার আগমন [illegible] দান কর। রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুপণ্ডিত [illegible] তাঁহাকে কহিলেন, রাজা নগরীতে উপস্থিত নাই। [illegible] মুখে অর্জ্জুনের অনুপস্থিতি বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশ্র-

বার পুত্র দশানন নগরী হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক হিমবৎ সদৃশ বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন করিলেন ; বিন্ধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উহা মহামেঘের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হইয়াছে ; যেন মেদিনীমণ্ডল বিদারণ করিয়া উদিত হইয়াছে ; যেন অম্বরতল উল্লেখন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের সহস্র সহস্র শিখর ; সিংহগণ উহার কন্দর মধ্যে বাস করিতেছে। শত শত শ্বেতবর্ণ জলপ্রপাত উহা হইতে পতিত হইতেছে। যেন পর্ব্বত অট্টহাস্য করিতেছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও কিন্নরগণ স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ঐ অত্যুচ্চ পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছে। অতএব উহা যেন স্বর্গের ন্যায় হইয়াছে। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছতোয়া নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে পর্ব্বত চঞ্চল জিহ্বাসম্পন্ন সহস্র ফণাবিশিষ্ট নাগরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ [illegible] ঊর্দ্ধব্যাপী দরীসম্পন্ন বিন্ধ্য পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদায় গমন করিলেন। ঐ পুণ্যা পশ্চিমসাগরবাহিনী নর্ম্মদার জল উপলখণ্ডোপরি দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উষ্ণাভিতপ্ত মহিষ, সৃমর, সিংহ, শার্দ্দুল, ঋক্ষ ও গজরাজ সকল পতিত হইয়া উহার জ[illegible]লোড়ন করিতেছে ; এবং চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট ও সারস সকল উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া নিয়ত মত্তভাবে রব করিতেছে। মনোহারিণী নর্ম্মদা যেন উৎকৃষ্ট কামিনীর রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রস্ফুটিত বৃক্ষ সকল উহার ভূষণ ; চক্রবাকমিথুন উহার স্তন ; বিস্তীর্ণ পুলিন উহার নিতম্বদেশ ; হংসশ্রেণী উহার মেখলা, পুষ্প[illegible] জলফেণা উহার শুভ্র দুকূল, অবগাহনসুখ উহার স্পর্শসুখ, প্রফুল্ল উৎপল উহার শুভ্রনেত্র। রাক্ষসপুঙ্গব দশানন বিমান হইতে অবতরণ করত কামিনীস্বরূপিণী ঐ সরিদ্বরা নর্ম্মদা[illegible] অবগাহন করিয়া উহার নানামুনিনিষেবিত মনোরম পুলিনে [illegible] অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলেন। এবং [illegible] দর্শনে আনন্দিত হইয়া গঙ্গার ন্যায় নর্ম্মদার প্রশং[illegible]

বিলাসসহকারে অমাত্য শুক সারণকে কহিলেন, দেখ, তীক্ষ্ণ-তাপদাতা দিবাকর সহস্র রশ্মিজালে ব্রহ্মাণ্ডকে সুবর্ণময় করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু দেখ, ইনি যেন এক্ষণে আমায় এই স্থানে উপবিষ্ট দেখিয়াই চন্দ্রের ন্যায় শীতরশ্মি ধারণ করিয়াছেন; আমার ভয়ে বায়ুও নর্ম্মদার জল-সংযোগে শীতল, এবং সুগন্ধি ও শ্রম নাশক হইয়া, অতি সাব-ধানে প্রবাহিত হইতেছে। নক্র, মীন ও বিহঙ্গমসমন্বিত উর্ম্মি-মালিনী এই সরিদ্বরা নর্ম্মদাও ভীতা কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। তোমরা সমরে বিবিধ রাজগণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া চন্দনের ন্যায় রুধির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়াছ। অতএব সার্ব্বভৌমপ্রভৃতি মত্তমাতঙ্গ সকল যেমন গঙ্গায় অবগাহন করে, তোমরা তেমনি সকলেই এই মঙ্গলকারিণী স্বাস্থ্যদায়িনী নর্ম্মদায় অবগাহন কর। এই মহানদীতে স্নান করিলে পর তোমরা পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। আমিও ইহার শরদিন্দুসদৃশ পুলিনদেশে শ্রদ্ধাসহকারে পিণাকপাণি মহাদেবের অর্চ্চনার্থ পুষ্পোপ[illegible] কল্পনা করিব।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহো-দর, ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি অমাত্যগণ নর্ম্মদায় অবগাহন করি[illegible] যামন অঞ্জন ও পদ্মাদি গজরাজগণ কর্ত্তৃক গঙ্গার ন্যায় ঐ [illegible] প্রধান প্রধান রাক্ষসরূপ গজ কর্ত্তৃক নর্ম্মদা বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল রাক্ষসসকল নর্ম্মদায় অব[illegible] করত উত্থিত হইয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্পোপহার আ[illegible] করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাক্ষসেরা নর্ম্মদার শুভ্র মেঘসদৃশ কান্তি মনোরম পুলিনদেশে পুষ্পের পর্ব্বত করিয়া তুলিল। এইরূপে [illegible] সা আহৃত হইলে পর, রাক্ষসরাজ রাবণ গঙ্গায় মহাগজের [illegible] স্নানার্থ নর্ম্মদায় অবগাহন করিলেন। এবং স্নানকরত [illegible] জপ্য মন্ত্র জপ করিয়া সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। [illegible] বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ শুক্লবসন

পরিধান করিলেন। অনন্তর তিনি পূজার স্থান নির্ণয়ার্থ কর-পুটে পুলিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসসকল মূর্ত্তিমান জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। রাবণ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানে নীত হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ বালুকাবেদির উপর সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, বিবিধ গন্ধ ও অমৃতগন্ধি পুষ্প সকলের দ্বারা অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর চন্দ্রবিভূষণ বরপ্রদ আর্ত্তিহর দেবদেব মহাদেবের পূজা সমাপন করিয়া, রাক্ষসেশ্বর দশগ্রীব লিঙ্গের সম্মুখে গান ও বাদ্য সকল প্রসারণ করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ নর্ম্মদাপুলিনে যে স্থানে পুষ্পোপহার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই অনতিদূরে মাহিষ্মতীর অধিপতি বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহাপ্রতাপ রাজা অর্জ্জুন প্রমদাদিগের সমভিব্যাহারে নর্ম্মদার জলে বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে অর্জ্জুননৃপতি স্ত্রীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সহস্রকরেণুপরিবৃত্ত কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন। নিজ সহস্র বাহুর বল কত জানিবার জন্য হৈহয়পতি এই সময় বাহুসমূহ দ্বারা নর্ম্মদার বেগ রোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের ভুজ নিকর দ্বারা বদ্ধ হইয়া নর্ম্মদার নির্ম্মলজল কূল প্লাবিত করিয়া, প্রতিকূল দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বর্ষাকালের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া জলপ্রবাহ মৎস্য, নক্র ও মকর এবং বহুতর পুষ্পরাশি ও কুশাসন সকলে স[illegible]কুল হইয়া ধাবমান হইল। ঐ জলপ্রবাহ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যেন [illegible]ণের প্রতিই প্রেরিত হইয়া, রাবণের সমস্ত পুষ্পোপহার [illegible] হইল। তৎকালে রাবণের পূজা অর্দ্ধমাত্র হইয়াছি[illegible]

ঐ অর্দ্ধ সমাপ্ত পূজার নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা কামিনীর ন্যায় নর্ম্মদাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, নর্ম্মদা পশ্চিম দিকে সাগরস্ফীতির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইয়া, পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; আর পশ্চাৎ দিকে নির্ব্বিকারা অঙ্গনার ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত করিতেছে; এবং তথায় পক্ষী সকল নিরুদ্বিগ্ন ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে। অনন্তর দশানন মুখে কোন কথা না কহিয়া, নদীবেগের কারণ অবগত হইবার জন্য দক্ষিণ অঙ্গুলির দ্বারা শুক সারণকে সঙ্কেত করিলেন। তখন রাবণের আজ্ঞা পাইয়া দুই ভ্রাতা মহাবীর শুক ও সারণ আকাশ পথ অবলম্বন করত পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ দুষ্ট নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজন পথ গমন করিয়া দেখিতে পাইল, এক পুরুষ স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জলক্রীড়া করিতেছেন। তিনি দেখিতে প্রকাণ্ড সালবৃক্ষের সদৃশ; তাঁহার কেশপাশ সলিলে ভাসমান হইতেছে। তিনি মধুপানে মত্ত হইয়াছেন; তাঁহার লোচনযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। সুমেরু যেমন সহস্র পাদ দ্বারা মেদিনী ধারণ করিয়াছেন, ঐ পুরুষ তেমনি সহস্র বাহু দ্বারা নদী বেগ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সহস্র সহস্র সুন্দরী যুবতী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে; যেন সহস্র মদমত্তা করেণু করিরাজকে ধরিয়া রহিয়াছে। সেই অতিভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া নিশাচর শুক ও সারণ প্রত্যাগমন করত রাবণকে সমুদায় নিবেদন করিল। কহিল, রাক্ষসরাজ! কে এক মহৎ সালপ্রমাণ পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্ম্মদাকে রুদ্ধ করিয়া কামিনীদিগকে ক্রীড়া করাইতেছে; নর্ম্মদানদীর জল সেই পুরুষেরই সহস্রবাহু দ্বারা রুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহু সাগরস্ফীতির ন্যায় তরঙ্গ সকল উৎক্ষেপণ করিতেছে।

শুক সারণের মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অর্জ্জুন, এই কথা বলিয়া রাবণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিলেন।

রাক্ষসরাজ দশানন অর্জ্জুনাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলে, বায়ু ধূলি মিশ্রিত হইয়া মহা শব্দ করত প্রচণ্ডবেগে বহিতে আরম্ভ করিল। মেঘ সকলও বারিবিন্দুবর্ষণ পূর্ব্বক একবার মাত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাক্ষসরাজ মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ এবং শুক সারণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অনতি-দীর্ঘ কাল মধ্যেই অঞ্জনসঙ্কাশ বলবান্ নিশাচরাধিপতি সেই ভীষণ নর্ম্মদাতে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ স্থানে করেণুগণ-পরিবৃত মহাগজের ন্যায় স্ত্রীগণপরিবেষ্টিত রাজা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলদর্পিত রাক্ষসরাজের লোচন সকল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে কহিলেন, হৈহয়াধিপতিকে সংবাদ দেও, যে, রাবণ নামে রাক্ষসাধিপতি আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের মন্ত্রীগণ সশস্ত্র উত্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রাবণ! তুমি ত যুদ্ধের কাল বিলক্ষণ অবগত আছ। আমাদিগের রাজা এক্ষণে মধুপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি এই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ! অতএব দশগ্রীব! তুমি এক্ষণে ক্ষমা করিয়া অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, অথবা যদি তোমার রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে একান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, এবং যদি যুদ্ধতৃষ্ণায় তৃষিত হইয়া তুমি ব্যস্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে অগ্রে যুদ্ধে আমাদি-গকে বিনাশ কর। তাহার পর রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে।

অনন্তর রাবণের ক্ষুধিত অমাত্যগণ রাজার অমাত্যদিগের কতক বিনাশ কতক বা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নর্ম্মদার তীরে রাবণের অমাত্য ও অর্জ্জুনের অমাত্যগণের মহান্ হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। অর্জ্জুনপক্ষীয় যোধগণ সমন্তাৎ

ধাবিত হইয়া শত শত বাণ, প্রাস, শূল, তোমর, এবং বজ্র বর্ষণ দ্বারা রাবণ ও তাঁহার অমাত্যদিগকে নিপীড়ন করিতে থাকিল। রাজা অর্জ্জুনের যোধগণের বেগ অতীব প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, এবং তাহারা নক্র, মীন ও মকরাদিপরিপূরত মহাসাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর প্রহস্ত ও শুক সারণ প্রভৃতি রাবণামাত্যগণ কুপিত হইয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রকাশ-করত অর্জ্জুনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন দূতগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রীড়াপ্রবৃত্ত রাজা অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে রাবণের ও তাঁহার মন্ত্রীগণের ঐ কার্য্য নিবেদন করিল। এই কথা শ্রবণ করত রাজা অর্জ্জুন, ভয় করিও না, স্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া, গঙ্গাসলিল হইতে হস্তীর ন্যায় জল হইতে উথিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই অর্জ্জুন-রূপ অগ্নি মহাভীষণ যুগান্তাগ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইতে থাকিল। অনন্তর হেমাঙ্গদধারী ভূপতি অর্জ্জুন সত্বরে গদাগ্রহণ করিয়া, অন্ধকারের অভিমুখে দিবাকরের ন্যায়, রাক্ষসদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি মহাগদা উদ্যত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে গরুড়ের বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। অনন্তর মুষলহস্ত দর্পোদ্ধত প্রহস্ত সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং হস্তস্থিত লৌহবদ্ধ মুষল ক্রোধভরে নিক্ষেপ করত অন্তকের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। করচ্যুত ঐ মুষলের অগ্র ভাগে অশোক পুষ্পশিখার ন্যায় অগ্নি জ্বলিতে থাকিল। তখন মুষল আসিতেছে দেখিয়া রাজা অর্জ্জুন কোনরূপে বিচলিত না হইয়া, অতি নৈপুণ্যের সহিত গদা দ্বারা ঐ মুষল ব্যর্থ করিলেন। পশ্চাৎ হৈহয়াধিপতি ঐ পঞ্চ শত হস্ত দীর্ঘ গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন, অবিলম্বেই প্রহস্ত অতিবেগ সংযুক্ত গদা দ্বারা আহত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রাহত গিরি-

কূটের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। প্রহস্ত পতিত হইল দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর ও ধূম্রাক্ষ রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। এই রূপে অমাত্য সকল পলায়িত এবং প্রহস্ত নিহত হইলে পর, রাবণ সত্বর নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর সহস্রবাহু মনুষ্যরাজ অর্জ্জুন ও বিংশতিবাহু রাক্ষসরাজ দশাননের লোমাঞ্চজনক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই সংক্ষুব্ধ মহাসাগর, দুই জঙ্গম পর্ব্বত, দুই তেজস্বী আদিত্য, দুই প্রদাহকারী পাবক, দুই বলোদ্ধত হস্তী, ও দুই বলদর্পিত সিংহ, এবং সাক্ষাৎ রুদ্র ও কালের সদৃশ রাবণ ও অর্জ্জুন গদাগ্রহণ পূর্ব্বক দুই মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে শুষ্মিনী গাভীর জন্য দুই মহাবৃষভের ন্যায়, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত সকল যেমন অনেক বজ্রপ্রহার সহ্য করে, তাঁহারা দুই জনে তেমনি বাহুপ্রহারে সহ্য করিতে লাগিলেন। শত শত অশনিশব্দের যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তাঁহাদিগের দুই জনের গদাপ্রহারশব্দেও তেমনি দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল। অর্জ্জুনের গদা রাবণের বক্ষস্থলে পাত্যমান হইয়া বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় আকাশতল স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল। এই রূপে রাবণের গদাও মুহুর্মুহু অর্জ্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া, মহাগিরিপৃষ্ঠে মহোল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনও ক্লান্ত হন না, রাবণও ক্লান্ত হন না। পূর্ব্বকালে বলি ও বাসবের ন্যায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন দুই বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা, এবং যেমন দুই হস্তী দন্ত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করে, তেমনি নররাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পর পরস্পরকে গদা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিত হইয়া সম্পূর্ণ বলপূর্ব্বক, রাবণের বিশাল বক্ষস্থলে গদা প্রহার করিলেন। কিন্তু রাবণ বরদান দ্বারা রক্ষিত ছিলেন; সুতরাং রাবণের বক্ষস্থলে যেন দুর্ব্বল ব্যক্তি কর্ত্তৃক পাতিত ও দ্বিধাভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তথাপি রাবণ

অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা আহত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চারি হস্ত দূরে অপসরণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। এই রূপে রাবণকে বিহ্বল হইতে দেখিবামাত্র অর্জ্জুন সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, সর্পকে গরুড়ের ন্যায়, তাঁহাকে ধারণ করিলেন। নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন তেমনি সহস্র বাহু দ্বারা বল পূর্ব্বক ধারণ করত রাবণকে বন্ধন করিলেন। দশগ্রীব বদ্ধ হইলে সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া অর্জ্জুনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা অর্জ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়া, মৃগকে ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায়, ও হস্তীকে ধারণ করিয়া সিংহের ন্যায় মহানন্দে মেঘবৎ মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। এ দিকে প্রহস্ত স্বস্থ হইয়া রাবণকে বদ্ধ দেখিয়া ক্রোধভরে হৈহয়াধিপতির প্রতি ধাবমান হইল। তখন বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ সাগরের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের বেগ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, দাঁড়াও, দাঁড়াও, নিরন্তর এইরূপ বলিতে বলিতে রাক্ষসগণ তৎকালে রণস্থলে শত শত মুষল ও শূল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রু-নিসূদন মহারাজ অর্জ্জুন কিন্তু অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া দেবারিদিগের ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বায়ু যেমন মেঘ সকলকে দূরীকৃত করে, হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন তেমনি সুদুঃসহ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষসদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করত তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। এই রূপে নিশাচরদিগকে ত্রাসিত করিয়া তিনি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া রাবণকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

বলিকে বন্ধন করাইয়া পুরন্দরের ন্যায়, মহারাজ অর্জ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়া নিজ নগরী প্রবেশ করিলেন, তৎকালে দ্বিজ ও পৌরজন তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও আতপ-তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর স্বর্গে পুলস্ত্য দেবগণের মুখে বায়ুধারণের ন্যায় অসম্ভাবিত রাবণধারণ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর্য্যশালী মহর্ষি অপত্যস্নেহবশতঃ বিক্লব হইয়া মাহীষ্মতীর অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। বায়ুতুল্যগতি মনোবেগগামী দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অমরাবতী মধ্যে ব্রহ্মার ন্যায়, হৃষ্ট পুষ্ট জনে সমাকীর্ণা, অমরাবতী সদৃশী মাহীষ্মতী পুরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। পাদচারী আদিত্যের ন্যায় সেই সুদুর্দ্দর্শ ঋষিকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রতিহারী সকল রাজা অর্জ্জুনের নিকট যাইয়া সংবাদ প্রদান করিল। তাহাদিগের বাক্য হইতে পুলস্ত্য আসিতেছেন, বুঝিতে পারিয়া হৈহয়াধিপতি মস্তকে অঞ্জলি বিরচন পূর্ব্বক সেই তপস্বীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজার পুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক লইয়া, পুরন্দরের অগ্রে অগ্রে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায়, তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদয়োন্মুখ আদিত্যের ন্যায় সেই তপস্বীকে সমাগত দর্শন করিয়া রাজা অর্জ্জুন মহাদেবকে ইন্দ্রের ন্যায় সসম্ভ্রম চিত্তে প্রণাম করিলেন। পশ্চাৎ মধুপর্ক, গো, পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া, হৈহয়াধিপতি হর্ষগদ্গদ বাক্যে পুলস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার দর্শন দুর্লভ। আজ যখন আমি আপনার দর্শন পাইলাম, তখন আমার মাহীষ্মতী পুরী অমরাবতী হইল! দেব! আজ যখন আমি আপনার দেবগণবন্দ্য চরণযুগল বন্দনা করিলাম, তখন আমার ব্রত সফল, জন্ম সফল ও তপস্যা সফল এবং সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হইল। ব্রহ্মন্! আমার এই রাজ্য, এই সকল পুত্র, এই মহিষী এবং আমি স্বয়ং আপনার আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া আছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কার্য্য করিব।

তখন পুলস্ত্য হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম, অগ্নিহোত্র ও পুত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! হে কমলপত্রাক্ষ! হে পূর্ণচন্দ্রনিভানন! তুমি যখন দশগ্রীবকে জয় করিয়াছ, তখন তোমার বলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে বায়ু ও সাগর নিস্পন্দ হইয়া থাকে, তুমি আমার সেই দুর্জ্জয় পৌত্রকে রণে বন্ধন করিয়াছ। তুমি আমার পৌত্রের যশ গ্রাস করিয়া নিজ নাম ঘোষিত করিয়াছ, অতএব এক্ষণে আমি বলিতেছি, তুমি দশাননকে পরিত্যাগ কর।

পুলস্ত্যের এই আজ্ঞা শ্রবণ করত রাজা অর্জ্জুন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে রাক্ষসরাজকে মুক্ত করিলেন। দেবশত্রু রাবণকে মুক্ত করিয়া পৃথিবীপতি অর্জ্জুন দিব্য আভরণ ও মাল্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা ও অগ্নিসাক্ষী পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরস্পর হিংসানিবারক সখ্য স্থাপন করিলেন, পশ্চাৎ ব্রহ্মপুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পুলস্ত্যের নিকট মুক্তি পাইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ দশাননও তাঁহার নিকট আতিথ্য প্রাপ্ত ও তৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সলজ্জচিত্তে প্রস্থান করিলেন। পিতামহপুত্র মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্যও দশগ্রীবকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

রাম! মহাবল রাবণ এই রূপে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের নিকট পরাজয় প্রাপ্ত ও পুলস্ত্য কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব রঘুনন্দন! দেখ, বলবান্ হইতেও অধিকতর বলবান্ আছে, সুতরাং যদি নিজ মঙ্গল লাভে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। যাহা হউক, রাক্ষস জাতির রাজা দশানন সহস্রবাহু অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার রাজাদিগের উপর উৎপাত ও পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

অর্জ্জুনের নিকট তাদৃশ পরাস্ত হইয়াও নিজের প্রতি রাক্ষস-রাজ রাবণের অবজ্ঞা হইল না, তিনি মুক্তি পাইয়াই পুনর্ব্বার সমগ্র মেদিনীমণ্ডল বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি রাক্ষস, কি মানুষ, যাহাকেই বলবান শুনিতে পান, দর্পিত দশানন তাহারই নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। কিয়ৎকালের পর একদিন তিনি বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে গমন করিয়া হেমমালাধারী বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। তখন তার, তারার পিতা সুষেণ এবং যুবরাজ সুগ্রীব রাক্ষসাধিপতিকে কহিলেন, রাক্ষসেন্দ্র! যিনি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন, তিনি এস্থানে উপস্থিত নাই; আর কোন বানরই বা যুদ্ধে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, রাবণ! বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিয়া এই মুহূর্ত্তেই প্রত্যাগমন করিবেন, অতএব তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। দশানন! যাহারা তেজস্বী বানর-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল, ঐ তাহা-দিগের শঙ্খসদৃশ অস্থিরাশি রহিয়াছে দর্শন কর। নিশাচর রাবণ! যদি তুমি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তাহা হইলেও যদি তুমি বালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জীবন সেই পর্য্যন্তই জানিবে। হে বিশ্রবানন্দন, এই বেলা বিচিত্র জগৎ দর্শন করিয়া লও; মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর, তাহার পর তোমার জীবন দুর্লভ হইবে। অথবা যদি তোমার মরণে ত্বরা থাকে, তাহা হইলে দক্ষিণ সাগরে গমন কর, তথায় প্রভূত পাবকের ন্যায় বালিকে দেখিতে পাইবে।

এই কথা শুনিয়া লোকরাবণ রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া পুষ্পরথে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ সাগরে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, তরুণার্কসদৃশ লোহিতবদন হেমগিরিসঙ্কাশ বালী

এক মনে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন। তখন রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ করিয়া বালিকে ধরিবার অভিপ্রায়ে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বালী কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বুঝিতেও পারিলেন যে তাঁহার অভিপ্রায় মন্দ, তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না; পাপমতি রাবণকে দেখিতে পাইয়াও, বালি শশককে দেখিয়া সিংহের ন্যায়, এবং সর্পকে দেখিয়া গরুড়ের ন্যায়, গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পাপচেতা রাবণ আমাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিতেছে, আমি ইহাকে কক্ষমধ্যে পূরিয়া তিন সাগর ভ্রমণ করিব। সকলেই দেখিবে, শত্রু রাবণ আমার কক্ষমধ্যে গরুড়ধৃত সর্পের ন্যায় লম্বমান হইতেছে; তাহার ঊরু, কর ও অম্বর স্রস্তভাবে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া বালী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; এবং বেদমন্ত্র সকল জপ করত পর্ব্বতরাজের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলদর্পিত বানররাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই রূপে সাবধান হইয়া কার্য্যসিদ্ধি ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। বালী পশ্চাৎপৃষ্ঠ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, তথাপি যেমন দেখিতে পাইলেন যে রাবণ হস্তের মধ্যে আগমন করিয়াছেন, অমনি, রে পাপাত্মন্। বলিয়া, ভুজঙ্গকে গরুড়ের ন্যায়, তিনি তাঁহাকে ধারণ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ধরিবারজন্য আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বানররাজ বালী তাঁহাকে ধারণ করত কক্ষমধ্যে পূরিয়া বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে পীড়ন ও মুহুর্মুহু নখাঘাতে যাতনা দান করিতে করিতে, হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন, বোধ হইল যেন বায়ু মেঘ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই রূপে দশানন ম্রিয়মাণ হইলে, তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য, আকাশপথে দ্রুতবেগে বালির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তাহারা এই রূপে অনু-

গমন করিলে, আকাশমধ্যস্থ বালি মেঘমালানুগত গগনতলস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যাহা হউক, রাক্ষসেরা বালির নিকটে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল না; তাহারা তাঁহার বাহু ও উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। জীবিতলাভার্থী মাংসশোণিতময় শরীরীর কথা দূরে থাকুক, বালি যখন গমন করিতেন, তখন পর্ব্বত সকলও তাঁহার পথ হইতে অপসৃত হইত। যাহা হউক, পক্ষী সকলও যেখানে উঠিতে পারে না, মহাবেগসম্পন্ন বানররাজ বালি তাদৃশ ঊর্দ্ধ আকাশমার্গ দ্বারা গমন করিয়া একে একে অপর তিন সাগরে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিলেন। খেচর সত্তম বালী খেচরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া, রাবণকে লইয়া প্রথমতঃ পশ্চিম সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ সাগরে সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান ও জপ করিয়া তথা হইতে দশাননকে লইয়া উত্তর সাগরে গমন করিলেন। সেই মহাকপিশক্রকে বহন করত বায়ু ও মনের ন্যায় বেগে বহু সহস্র যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর সাগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া রাবণকে বহন করত পূর্ব্ব সাগরে গমন করিলেন। সেই সাগরেও সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া বাসবনন্দন বানররাজ বালী রাবণকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। বানররাজ চতুঃসাগরেই সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রাবণের বহননিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিজ কক্ষদেশ হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া, কপিসত্তম বারম্বার হাস্য পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি কোথায় রহিয়াছ? তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাক্ষসরাজ শ্রমজনিত লোললোচনে বানররাজকে কহিলেন, হে মহেন্দ্রপ্রতিম বানররাজ। আমি রাক্ষসেন্দ্র রাবণ; আজ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট পরাজিত হইলাম। অহো, তোমার কি বল! কি বীর্য্য! কি গাম্ভীর্য্য! তুমি আমায় ক্ষুদ্র পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া এইরূপ

অপরিশ্রান্তভাবে এতাদৃশ দ্রুতবেগে চতুঃসাগর ভ্রমণ করাইলে! বীর! আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তোমাভিন্ন এরূপ বীর কে আছে? কপে! বুঝিলাম, ত্রিবিধ প্রাণীরই গতি এইরূপ। যাহা হউক, তোমার বেগ মন, অনিল ও গরুড়ের সদৃশ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি তোমার বল বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব বানররাজ! আমার ইচ্ছা, আমি অগ্নির সমক্ষে তোমার সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতা সংস্থাপন করিব। হরীশ্বর! অদ্য হইতে স্ত্রী, পুত্র, নগর, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজ্য সমস্তই আমাদিগের উভয়ের সাধারণ হইবে। অনন্তর হরীশ্বর ও রাক্ষসেশ্বর উভয়ে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করত আলিঙ্গন ও পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে গুহামধ্যে সিংহদ্বয়ের ন্যায়, কিষ্কিন্ধ্যামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় রাবণ এক মাস কাল, সুগ্রীবের ন্যায় কালযাপন করিলেন। পরে ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থী অমাত্যগণ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল।

প্রভো রামচন্দ্র! পূর্ব্বে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল; বালী এই রূপে রাবণকে পরাজয় ও অপমানিত করিয়া অগ্নিসমক্ষে তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাম! বালীর অতুল অতি মহৎ বল ছিল। অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে, তুমি সেই বালিকেও তেমনি দগ্ধ করিয়াছ।

— [:] —

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে দক্ষিণদিগ্‌বাসী অগস্ত্য মুনিকে যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিলেন, আপনি বলিলেন, রাবণের ও বালীর বলের তুলনা ছিল না; কিন্তু আমি বিবেচনা করি, তাহাদিগের বল হনুমানের বলের সমান ছিল না। শৌর্য্য, দাক্ষিণ্য, বল, ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা, নীতি, উপায়, বিক্রম ও প্রভাব

সমগ্র একত্র হনুমানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাগর দর্শনমাত্র কপিসৈন্য অবসন্ন হইয়া পড়িল, দেখিয়া মহাবাহু হনুমান তাহাদিগকে আশ্বাসদান করিয়া শতযোজন সাগর লঙ্ঘন এবং লঙ্কানগরী ধর্ষণ ও রাবণের অন্তঃপুরে সীতার দর্শন পাইয়া সীতাকে আশ্বাসদান করিয়াছিল। একাকী হনুমান্ রাবণের সেনাগ্রচারী মন্ত্রিনন্দন ও কিংকরদিগকে এবং এক কুমারকে সংহার করিয়াছিল। পাবক যেমন মেদিনী দাহ করে, হনুমান তেমনি ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রাবণকে তিরস্কার করিয়া, লঙ্কা ভস্মসাৎ করিয়াছিল। হনুমান যুদ্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, স্বয়ং কাল, কি ইন্দ্র, কি বিষ্ণু, কি কুবের কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। আমি এই হনুমানেরই বাহুবীর্য্যপ্রভাবে লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হনুমান যদি বানররাজ সুগ্রীবের সখা না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর সংবাদমাত্র আনয়ন করিতেই বা কে সমর্থ হইত? হনুমান এতাদৃশ বলবীর্য্যশালী, কিন্তু বালীর সহিত যখন সুগ্রীবের শত্রুতা হইয়াছিল, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ, লতাসমূহের ন্যায় বালীকে দগ্ধ করে নাই কেন? আমার বোধ হয় হনুমান নিজের বল নিজে জানিতে পারে নাই, সেই জন্যই প্রাণপ্রিয় বানররাজ সুগ্রীবকে কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়াও সহ্য করিয়াছিল। হে দেবপূজিত ভগবন্! আপনি আমাকে হনুমানের ঈদৃশ কার্য্যসম্বন্ধে যথাযথ বিজ্ঞাপন করুন।

রাঘবের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য ঋষি হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি হনুমানের সম্বন্ধে যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য। বল, গতি ও বুদ্ধি বিষয়ে হনুমানের সমান বা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। কিন্তু হে শত্রুসূদন! যাহাদিগের অভিশাপ কখনই ব্যর্থ হয় না, তাদৃশ মহর্ষিগণ হনুমানকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, হনুমান্ বলবান্ হইয়াও নিজের সমস্ত বল জানিতে পারিবে না। বাল্যকালেও হনু

মান বাল্যস্বভাববশতঃ যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল, আমি তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। যাহা হউক, রাঘব! যদি তোমার শ্রবণ করিতে একান্তই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, তুমি মন স্থির করিয়া শ্রবণ কর। সূর্য্যের বরপ্রদাননিবন্ধন স্বর্ণময় সুমেরু নামে যে পর্ব্বত আছে, হনুমানের পিতা কেশরী সেই পর্ব্বতে রাজত্ব করিয়া থাকে। বিখ্যাতা অঞ্জনা কেশরীর অভিমতা পত্নী। পবনদেব এই অঞ্জনার গর্ভে অনুত্তম পুত্র উৎপাদন করিলেন। বরাঙ্গনা অঞ্জনা ফলাহরণার্থ গমন করিয়া গহন বনে তৎক্ষণমাত্রে ধান্যাগ্রসমবর্ণ এই হনুমানকে প্রসব করত প্রস্থান করিল। মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সদ্যঃপ্রসূত হনুমান ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, শরবনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকিল। এই সময় দিবাকর জবাপুষ্পের রাশির ন্যায় উদিত হইলেন দেখিয়া হনুমান্ ফলভ্রমে তাঁহার প্রতি লম্ফ প্রদান করিল। বালার্কের ন্যায় মূর্ত্তিমান হনুমান বালার্ক ধারণার্থ বালার্কের অভিমুখী হইয়া গগনে উত্থিত হইল। বালস্বভাব এই হনুমান আকাশে আরোহণ করিলে দেব, দানব ও যক্ষগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, বায়ুনন্দন যেরূপ বেগে অত্যুচ্চ আকাশপথে গমন করিতেছে, বায়ু, গরুড় বা মনও সেরূপ বেগবান্ নহে। যদি শিশুকালেই ইহার এরূপ গতিবেগ হইল, তাহা হইলে, যুবা ও বলবান্ হইয়া এ কিরূপ হইবে!

রাম! পুত্র সূর্য্যের তেজে দগ্ধ না হয়, এইজন্য বায়ু, তুষাররাশি সংযোগে শীতল হইয়া, আকাশগামী পুত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হনুমান্ বালচপলতাবশতঃ আকাশে উত্থিত হইয়া, পিতার সাহায্যে বহুসহস্র যোজন অতিক্রম করত দিবাকরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। এ শিশু; সুতরাং ইহার দোষাদোষ বোধ নাই, আর ইহা দ্বারা উত্তর-

কালে অতি মহৎ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই, তৎকালে দিবাকর হনুমানকে দাহ করেন নাই। ঐ দিবসেই ঐ সময়ে রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল, হনুমান সূর্য্যের রথের উপর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া, উহাকে স্পর্শ করিলেন। চন্দ্রার্কবিমর্দ্দন সিংহিকানন্দন রাহু হনুমান্ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল, এবং ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়া রোষভরে ভ্রূকুটিবন্ধন করত দেবগণপরিবৃত পুরন্দরকে কহিল, হে বলবৃত্রঘাতিন্ বাসব! তুমি আমার বুভুক্ষাশান্তির জন্য চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমায় প্রদান করিয়াছিলে; তবে এখন কিজন্য অন্যকে দান করিলে? আজপর্ব্বদিবসে আমি সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম; ঐ সময় আর এক রাহু আসিয়া বলপূর্ব্বক সূর্য্যকে ধারণ করিল।

রাহুর বাক্য শুনিয়া কাঞ্চনমালাধারী বাসব সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইলেন। এবং নানা বেশভূষায় বিভূষিত সুবর্ণঘণ্টাস্বরূপ অট্টহাসশালী সমুন্নতকায় মদস্রাবী কৈলাসশৃঙ্গাকার চতুর্দ্দন্ত হস্তিরাজ ঐরাবতে আরোহণ করত রাহুকে অগ্রে লইয়া হনুমানও সূর্য্যের নিকট গমন করিলেন; ইন্দ্রকে পশ্চাৎ ফেলিয়া রাহু সর্ব্বাগ্রে অতিবেগে গমন করিল, কিন্তু কৈলাসশৃঙ্গাকার হনুমানকে দর্শন করিয়াই পলায়ন করিল। অনন্তর হনুমান্ সূর্য্যকে পরিত্যাগ করত ফলবোধে সিংহিকানন্দন রাহুকেই ধরিবার জন্য বেগে আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। রাম! সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া হনুমান্ আগমন করিতে লাগিল দর্শন করিয়া, রাহু অধোমুখে ধাবমান হইল, এবং ইন্দ্রকে রক্ষাকর্ত্তা নিশ্চয় করিয়া ভয়ে বার বার ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রাহু দৃষ্টিপথে পতিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র স্বর শ্রবণে তাহার স্বর বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, ভয় নাই; আমি এখনই ইহাকে সংহার করিতেছি। অনন্তর মহা-

ন্যায় ঐরাবতকে দর্শনকরিয়া পবননন্দন ফলবোধে ঐ গজরাজের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। সে যখন ধাবমান হইয়া, ইন্দ্রাদির মস্তকোপরি উত্থিত হইল, তখন তাহার রূপ দেখিতে অতীব ভীষণ হইল। এই রূপে তাহাকে ধাবমান হইতে দেখিয়া, শচীপতি পুরন্দর অত্যন্ত কুপিত হইয়া বেগে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে প্রহার করিলেন। ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা আহত হইয়া হনুমান গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইল, পতিত হইলে তাহার বাম হনু ভগ্ন হইল।

হনুমান ইন্দ্রের বজ্রতাড়ননিবন্ধন বিহ্বল হইয়া পতিত হইলে পবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকের অহিতসাধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। প্রাণীদিগের অন্তরস্থ বায়ু-সঞ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শিশুপুত্রকে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বর্ষরোধ করিয়া পুরন্দর যেমন সর্ব্ব প্রাণীরে পীড়ন করেন, বায়ু তেমনি সর্ব্ব প্রাণীর অন্তর রোধ করিয়া মল ও মূত্রাশয়ে অসহ্য যাতনা দান করিতে লাগিলেন। বায়ুর প্রকোপবশতঃ সর্ব্বভূতের শ্বাস রুদ্ধ হইল। এবং অঙ্গসন্ধি সকল যেন ভিদ্যমান হইতে থাকিল। সুতরাং সকলেই কাষ্ঠের স্বরূপ হইয়া উঠিল। বায়ু-প্রকোপনিবন্ধন স্বাধ্যায়, বষট্কার, ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্ম সমস্ত লোপ পাইল; সুতরাং ত্রৈলোক্য যেন নরকস্থ বোধ হইতে লাগিল। প্রাণীমাত্রই যেন মহোদর রোগে গ্রস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর দুঃখকাতর দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ সুখলাভ প্রত্যাশায় পিতামহ ব্রহ্মার নিকট ধাবিত হইল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে প্রজানাথ! আপনিই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আপনিই আমাদিগের জীবনোপায় স্বরূপে আমাদিগকে বায়ু দান করিয়াছেন। কিন্তু জানি না, আমাদিগের প্রাণের অধিপতি বায়ু আজ কি কারণে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের ন্যায়, আমাদিগকে রুদ্ধ করিয়া যাতনা দান করিতেছেন। আমরা বায়ু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া

আপনার শরণাগত হইলাম। হে দুঃখহারিন্! আপনি আমাদিগের বায়ু নিরোধজনিত দুঃখ নিবারণ করুন।

প্রজানাথ প্রজাপতি প্রজাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত, কারণ আছে, বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, যে কারণে বায়ু কুপিত হইয়াছেন, এবং প্রজাদিগকে রোধ করিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ কর, তোমাদিগের যাহা হিতজনক, তাহা শ্রবণ করাও তোমাদিগের কর্ত্তব্য। আজ অমরেশ্বর ইন্দ্র রাহুর বাক্য শুনিয়া বায়ুর পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই জন্যই বায়ু কুপিত হইয়াছেন। অশরীরী বায়ু শরীরীদিগকে পালন ও তাহাদিগের অন্তরে প্রবাহিত হইয়া থাকেন। বায়ু ব্যতিরেকে শরীর কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া উঠে। বায়ুই প্রাণ; বায়ুই সুখ, বায়ুই নিখিল জগৎ। বায়ু-পরিত্যক্ত হইলে, জগৎ সুখলাভ করিতে পারে না। দেখ, জগৎ এইমাত্র জীবনস্বরূপ বায়ু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অতএব চল, যেখানে আমাদিগের যাতনাদায়ক বায়ু অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি, অদিতির পুত্র বায়ুকে প্রসন্ন না করিয়া আমাদিগের অনর্থক নষ্ট হওয়া বিধেয় নহে।

অনন্তর প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ ও গুহ্যক প্রভৃতি প্রজা-বর্গ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে বায়ু সুরেন্দ্রাভিহত নিজ পুত্রকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অনন্তর বায়ুক্রোড়স্থিত বৈশ্বানর ও কাঞ্চনবর্ণসমপ্রভ বালককে দর্শন করিয়া চতুরানন, এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেরই দয়া হইল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বায়ু পুত্রের বিনাশে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। পিতামহকে দেখিয়া, মৃত শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। এবং তিন বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া, তাঁহার পদযুগলে পতিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কুণ্ডল, মৌলি, মাল্য ও স্বর্ণভূষণ সমস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেদবিৎ ব্রহ্মা পাদপতিত পবনকে সমুত্থাপিত করিয়া, লম্বাভরণ-ভূষিত হস্ত দ্বারা সেই মৃত শিশুকে স্পর্শ করিলেন। পদ্মযোনির স্পর্শমাত্র, শিশু, সলিলসিক্ত শস্যের ন্যায়, লীলাসহকারে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। গন্ধবহ বায়ু তাহাকে জীবিত দেখিয়া, হর্ষভরে পূর্ব্বের ন্যায়, সকল ভূতে অনিরোধে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনুজসহিত পদ্মিনী যেমন শীতবাতবিনির্ম্মুক্ত হইলে, প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজা সকল মরুদ্রোধ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, আহ্লাদিত হইল।

অনন্তর যশোবীর্য্য,ঐশ্বর্য্য, শ্রী ও জ্ঞানবৈরাগ্য এই ত্রিবিধ যুগ্ম-সম্পন্ন, ত্রিমূর্ত্তিপ্রধান, ত্রিলোকনিলয় ও ত্রিদশার্চ্চিত দেবতা ব্রহ্মা মরুতের প্রিয়কামনায় কহিতে লাগিলেন, হে মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর ও ধনেশ্বর! তোমরা সকলেই যদিও অবগত আছ, তথাপি, সমস্ত বলিব, শ্রবণ কর। এ বিষয় বিশিষ্টরূপ উপকারজনক। এই শিশু ভবিষ্যতে তোমাদের কার্য্য করিবে। অতএব তোমরা সকলে বায়ুর তুষ্টিরজন্য এই শিশুকে বর প্রদান কর। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীতিযুক্ত হইয়া, প্রফুল্লবদনে পদ্ম-ময়ী মালা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক এইপ্রকার কহিতে লাগিলেন,আমার করনির্ম্মুক্ত বজ্র দ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে। অতএব এই কপিশার্দ্দূল হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবেক। আমি ইহাকে পরমাদ্ভুত বর প্রদান করিব। আজি হইতে এই হনুমান আমার বজ্রের অবধ্য হইবে।

অনন্তর তিমিরারি সূর্য্য কহিলেন, আমি ইহাকে স্বকীয় তেজের শততম অংশ প্রদান করিতেছি। আর, যখন শাস্ত্রাধ্য-য়নে ইহার সামর্থ্য হইবে, তখনই আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। তদ্দ্বারা ইহার বাগ্মিতা জন্মিবেক।

বরুণও বর দিয়া কহিলেন, আমার পাশ হইতে ও জল হইতে অযুত শত বর্ষেও ইহার মৃত্যু হইবে না।

যম আপনার দণ্ডের অবধ্যত্ব ও আরোগ্যত্ব বর দান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতেছি, এই হনুমান্ যুদ্ধে বিষণ্ণ ও আমার এই গদাতেও নিধন প্রাপ্ত হইবে না।

তৎকালে একাক্ষিপিঙ্গল ধনদও এই প্রকার কহিলেন, এই হনুমান আমার ও আমার অস্ত্র সকলের অবধ্য হইবে। শঙ্করও ইহাকে এই প্রকার পরম বর প্রদান করিলেন।

মহারথ বিশ্বকর্ম্মা বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই হনুমান আমার কৃত দিব্য শস্ত্র সকলের অবধ্য ও চিরজীবী হইবেক।

ব্রহ্মা কহিলেন, এই কপিশার্দ্দূল দীর্ঘায়ু, মহাত্মা ও সমুদায় ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য হইবে।

অনন্তর জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ সুরগণের বরসমূহে হনুমানকে অলংকৃত দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বায়ুকে কহিলেন, হে মারুত! তোমার এই পুত্র মারুতি শত্রুগণের ভয়ংকর ও মিত্রপক্ষের অভয়ঙ্কর এবং সকলের অজেয়, কামরূপ, কামচারী, কামগামী, প্লবগগণের শ্রেষ্ঠ, অব্যাহতগতি ও কীর্ত্তিমান হইবে। এবং যুদ্ধে রাবণের উৎসাদনার্থ রামের প্রীতিকর রোমহর্ষকর কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে।

পিতামহপুরোগম অমরগণ সকলে বায়ুকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া, যথাগত প্রস্থান করিলেন। তখন বায়ুও পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন ও অঞ্জনাকে বরদানবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া, বিনির্গত হইলেন। রাম! এদিকে হনুমান্ বর পাইয়া, সেই বরদানবলে বলীয়ান্ হইয়া, স্বভাবসিদ্ধ বেগে পূর্ণ অর্ণব সাদৃশ্য ধারণ করিল। এবং বেগপূর্ণ হইয়া মহর্ষিগণের আশ্রমে নির্ভয়ে অত্যাচার করিতে লাগিল। সেই শান্তগুণশালী ঋষিগণের স্রুকভাণ্ড, অগ্নিহোত্র ও বল্কল সকল ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও

বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে এই মহাবল হনুমান্ পিতামহের বরে ব্রহ্মশাপের অবধ্য হইয়া, উল্লিখিতরূপ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ঋষিগণ বরদানবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। এই জন্য, ব্রহ্মার বরসামর্থ্যবশতঃ তৎসমস্ত সহ্য করিলেন। কেশরী ও বায়ু প্রতিষেধ করিলেও, এই হনুমান্ মর্য্যাদা লংঘন করিতে লাগিল। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তদ্দর্শনে ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশসম্ভূত নাতিক্রুদ্ধ ও নাতিমন্যু মহর্ষিগণ, ইহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, হে প্লবঙ্গম! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছ, আমাদের শাপে মোহিত হইয়া, দীর্ঘকাল তুমি তাহা জানিতে পারিবে না। যে সময়ে কোন ব্যক্তি তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে, সেই সময়েই তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে। মহর্ষিগণের বাক্যবলে এই রূপে তেজে অপহৃত হইলে, এই হনুমান্ শান্তমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তত্তৎ আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল।

বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা তেজে ভাস্কর সমান ও সমুদায় বানরের রাজা ছিলেন। সেই বানরগণেশ্বর ঋক্ষরজা অনেক দিন রাজত্ব করিয়া, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অস্তমিত হইলে, মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণ বালীকে রাজা ও সুগ্রীবকে যুবরাজ করিল। অনল ও অনিলের ন্যায়, বালী ও সুগ্রীবে বাল্যকাল হইতেই একপ্রকার ও ছিদ্রবর্জ্জিত সখ্য সমুৎপন্ন হয়। রাম! যৎকালে বালী ও সুগ্রীবের শত্রুতা সঙ্ঘটিত হয়, তখন শাপবশে এই হনুমান্ আত্মবল বিদিত ছিল না। সুগ্রীবও বালী কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণ হইয়া, ইহার বল বিদিত ছিল না। সেইরূপ, হনুমানও নিজের বল অবগত ছিল না। যাহা হউক, ঋষিশাপে আত্মবলপরিজ্ঞান পরিহৃত হইলে, তৎকালে এই কপিসত্তম সুগ্রীবের সহিত বনমধ্যে কুঞ্জর বদ্ধ সিংহের ন্যায়, অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ত্রিলোকে কোন লোকই পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সৌশীল্য,

মাধুর্য্য, নয়ালয়, গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য, সুবীর্য্য ও ধৈর্য্য এই সকল গুণে হনুমানের অপেক্ষা আধিক্যবিশিষ্ট নহে। পুনশ্চ, এই অপ্রমেয়স্বরূপ মারুতি ব্যাকরণশিক্ষা মানসে সূর্য্যোন্মুখ ও জিজ্ঞাসাকাম হইয়া, মহাগ্রন্থ ধারণ করিয়া, উদয়গিরি হইতে অস্তগিরিতে গমন করিয়াছিল। এবং সূত্র, বৃত্তি, অর্থপদ ও সংগ্রহ সহিত ঐ মহার্থ গ্রন্থে সিদ্ধিলাভও করিয়াছে। শাস্ত্রে, বৈশারদে বা ছন্দোগতিতে কেহই ইহার সমকক্ষ নহে। এই কপিসত্তম সকল বিদ্যা ও তপোবিধানে সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি-যোগিতা করিয়া থাকে। প্রলয়কালে রসাতলপ্রবেশোদ্যত সাগরের ন্যায়, সকল লোক দহনোদ্যত পাবকের ন্যায়, এবং প্রজাক্ষয়ে সমুদ্যত কৃতান্তের ন্যায়, এই হনুমানের সম্মুখে অব-স্থিতি করা কাহারও সাধ্য নহে। রাম! তোমার জন্য দেব-গণ এই হনুমানের ন্যায়, সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল ও অন্যান্য মহাকপীশ্বরগণের সৃষ্টি করেন। তদ্ভিন্ন তোমার জন্য, তাঁহারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, জ্যোতির্মুখ ও নল প্রভৃতি ঋক্ষগণেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায়ই করি-লাম। হনুমান বাল্যকালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাও এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া, রাম, লক্ষ্মণ, বানরগণ ও রাক্ষসগণ সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অগস্ত্য রামকে কহিলেন, তুমি সমস্তই শুনিলে। আমরাও তোমাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম। এক্ষণে গমন করিব। উগ্রতেজা মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া, রাম প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া, কহি-লেন, অদ্য আপনাদিগকে দর্শন করিয়াই দেবগণ, পিতৃগণ ও প্রপিতামহগণ সকলেই সবান্ধবে আমার প্রতি তুষ্ট হইলেন। অধুনা, আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। এই জন্য, আমি সবিশেষ উৎসুক হইয়া, যাহা বলিতেছি, আপনার

দিগকে অনুকম্পাপ্রদর্শনপুরঃসর আমার নিমিত্ত তাহা করিতে হইবে। আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া, পৌর ও জানপদদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে স্থাপন করিয়াছি। ভবাদৃশ সাধুগণের প্রভাবে যজ্ঞপরম্পরার অনুষ্ঠান করিব। আপনারা সকলেই মহাবীর্য্য ও আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। অতএব আমার যজ্ঞে আপনাদিগকে নিত্য সদস্য হইতে হইবে। তপোবলে আপনাদের সমস্ত কলুষ প্রক্ষালিত হইয়াছে। আপনাদিগকে আশ্রয় করিলে আমি পিতৃলোকের অনুগ্রহভাজন ও পরম নির্বৃত হইব। অতএব যজ্ঞসময়ে আপনাদিগকে পরস্পর মিলিত হইয়া, এখানে পদার্পণ করিতে হইবে। অগস্ত্যপ্রমুখ ঐ সংশিতব্রত ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, তথাস্তু বলিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ সকলে এই প্রকার কহিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, রাম বিস্মিত হইয়া, যজ্ঞবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর অস্তগমন করিলে, সেই নরোত্তম রাম নৃপ ও বানরদিগকে বিদায় দিয়া যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাসমাধানানন্তর রজনীর সমাগমে অন্তঃপুরবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

—ঃ•ঃ—

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বিদিতাত্মা রাম ধর্ম্মানুসারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পুরবাসীগণ সেই প্রথমরাত্রি নিরতিশয় আমোদে অতিবাহিত করিল। অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রাতঃকালে নৃপতিবোধক বন্দিগণ সৌম্যবেশে রাজভবনে সমুপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই কিন্নরের ন্যায়, মধুরকণ্ঠ ও সুশিক্ষিত। তাহারা একান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, এই বলিয়া রাজা রামের যথাবৎ বন্দনা করিতে লাগিল, হে বীর! হে সৌম্য! হে কৌশল্যানন্দন!

জাগরিত হউন। হে নরাধিপ! আপনি শয়ন করিলে, সমস্ত জগৎ শয়ন করে। আপনার বিক্রম বিষ্ণুতুল্য, রূপ অশ্বিনীকুমার তুল্য, বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য, প্রজাপালন প্রজাপতির তুল্য, ক্ষমাগুণ পৃথিবীতুল্য, তেজ ভাস্কর তুল্য, বেগ বায়ুতুল্য ও গাম্ভীর্য্য সাগরতুল্য। এবং আপনি স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প্য ও চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যভাবাপন্ন। হে নরাধিপ! আপনি যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, ধর্ম্মনিত্য ও প্রজাগণের পরম উপকারী, পূর্ব্বে কোন রাজাই এরূপ ছিলেন না এবং পরেও হইবেন না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী কখনও আপনারে ত্যাগ করেন না। এবং শ্রী ও ধর্ম্ম নিত্য আপনাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বন্দিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ মধুর বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিতে লাগিল। এবং সুতগণ দিব্য স্তবমালা পাঠ করিয়া, রামকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তাহাদের পরিকীর্ত্তিত স্তুতি দ্বারা জাগরিত হইলেন। হরি নারায়ণ যেমন সর্পশয্যা হইতে উত্থান করেন, তিনিও তেমনি শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদন যুক্ত শয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। মহাত্মা রাম সমুত্থিত হইলে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, শুভ্র সলিলভাজনসমূহে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। তিনি কৃতোদক ও শুচি হইয়া, যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ইক্ষ্বাকুসেবিত পরমপবিত্র দেবাগারে সত্বর গমন করিলেন। তথায় দেবগণ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া পরিজনবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, বাহ্য কক্ষান্তরে বিনির্গত হইলেন। প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম বশিষ্ঠপ্রমুখ মহাত্মা মন্ত্রিগণ পুরোহিতের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নানাজনপদেশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, ইন্দ্রের পার্শ্বে অমরগণের ন্যায়, রামের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন ও মহাযশা লক্ষ্মণ ইঁহারা তিনজনে হৃষ্ট হইয়া, তিন বেদ যজ্ঞের ন্যায়, তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য কিঙ্কর সহর্ষে

সমাগত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্ল বদনে পার্শ্বে উপবেশন করিল। সুগ্রীবপ্রমুখ কামরূপ মহাবীর্য্য মহাতেজা বিংশতি বানর তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। বিভীষণ চারি জন রাক্ষসে পরিবারিত হইয়া, গুহ্যকগণ ধনেশের ন্যায়, রামের উপাসনা করিতে লাগিল। মহাবংশোৎপন্ন নিগমবৃদ্ধ বিচক্ষণ মানবগণ মস্তক দ্বারা বন্দনাপুরঃসর তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ঋষিগণে নিত্য পরিবৃত ও পূজিত হইয়া থাকেন, রামও তেমনি মহাবীর্য্য রাজগণ, বানরগণ ও রাক্ষসগণ এবং শ্রীমান্ ঋষিপ্রবরগণে পরিবৃত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। এই রূপে সকলেই উপাসনা করাতে, দেবরাজ অপেক্ষাও তাঁহার শোভাধিক্য প্রাদুর্ভূত হইল। পুরাণবিৎ মহাত্মারা তথায় উপবিষ্ট ঐ সকল লোকের সমক্ষে ধর্ম্মসংযুক্ত বিবিধ মধুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম এই সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন্! বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। কিন্তু আপনি তাহাদের মাতৃনাম কীর্ত্তন করিলেন না। যাহা হউক, তাহাদের জননী কে, গৃহ কোথায় এবং কি রূপেই তাহাদের নামকরণ হইল, এই সমুদায় জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জন্মিয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

রাম এই প্রকার কহিলে, অগস্ত্য বলিলেন, রাম! পূর্ব্বে নারদ আমার আশ্রমে আগমন করিয়া, যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সংক্ষেপে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই অতিধর্ম্মপরায়ণ দেবর্ষি কোন সময়ে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আমার আশ্রমে আগমন করিলে, আমি বিধিবিহিত কর্ম্মানুসারে যথান্যায়ে তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। অনন্তর আমি কৌতুকপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা

করিলে, তিনি সুখাসীন হইয়া, কহিলেন, মহর্ষে! শ্রবণ কর। মেরু নামে পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পরমসুন্দর, স্বর্ণময় ও সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন। উহার মধ্যম শৃঙ্গ সমুদায় দেবতার পুজিত। ঐ শৃঙ্গ ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্য সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি সেই সভায় সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যোগ অভ্যাস করিবার সময়ে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রু-সলিল বিগলিত হয়। লোককর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র রাম! সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর প্রাদুর্ভূত হইল। হে নরোত্তম! মহাত্মা ব্রহ্মা উৎপন্নমাত্র ঐ বানরকে প্রিয় বাক্যে বিশেষরূপে আশ্বস্ত করিয়া, কহিলেন, দেবগণ যেখানে সর্ব্বদা বাস করেন, তুমি সেই সুবিস্তীর্ণ শৈলে গমন কর। হে বানর-শ্রেষ্ঠ! তুমি সেই রমণীয় গিরিবরে বহুবিধ ফলমূল ভক্ষণ করত নিত্য আমার অন্তিকে বিচরণ করিবে। কিয়ৎকাল এই রূপে অবস্থিতি করিলে, শ্রেয়োলাভ করিবে।

ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে, হে রাঘব! বানরশ্রেষ্ঠ মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া, সেই দেবদেব আদিদেব জগৎপতি লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে কহিল, হে দেব! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তদনুরূপেই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব। বানরপুঙ্গব পিতামহকে এই প্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ ফলপুষ্পা-চ্ছন্ন দ্রুমষণ্ডে গমন করিল। তথায় বনমধ্যে ফল ভক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট মধু ও বিবিধ পুষ্প সংগ্রহ করত প্রতিদিন ব্রহ্মার নিকটে আগমন করিতে লাগিল। রাম! এইরূপে সে উৎকৃষ্ট ফল ও পুষ্প সকল গ্রহণ পূর্ব্বক দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে আসিয়া নিবেদন করে। উল্লিখিত প্রকারে পর্ব্বত পর্য্যটন করিতে করিতে তাহার বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

হে রাঘব! অনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ-রজা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, উত্তরমেরুশিখরে গমন করিল।

তথায় বিবিধবিহগনিনাদিত সুনির্ম্মলসলিলসম্পন্ন সরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। ঋক্ষরজা হৃষ্টচিত্তে কেশর সকল কম্পিত করিয়া, সেই সরোবরের তীরে উপবেশন করিল। অনন্তর সেই সরোবরে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিল, কে এ আমার মহাশত্রু জলমধ্যে বাস করিতেছে। এইরূপে জলমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ক্রোধাবিষ্ট ও নিতান্ত অসহমান হইয়া, চিন্তা করিল, এই দুরাত্মা ও দুর্ম্মতির পুষ্কল গৃহ বিনাশ করিব। মনে মনে এই প্রকার চিন্তানন্তর সে বানরচাপল্যবশতঃ লম্ফ দিয়া, হ্রদ মধ্যে পতিত হইল। পুনরায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেই হ্রদ হইতে উত্থান করিল। রাম! উত্থানসময়কালেই সেই বানরসত্তম স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইল। তাহার ঐ রমণীমূর্ত্তি পরম সুন্দর, মনোজ্ঞ ও লাবণ্যললিত। তাহার জঘন বিস্তীর্ণ ভ্রূ সুন্দর, কেশপাশ নীল কুন্তলে বেষ্টিত, বদনমণ্ডল মুগ্ধভাবাপন্ন ও স্মিতলাঞ্ছিত, স্তনতট পীন, এবং সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। সকলের চিত্তপ্রমাথিনী ত্রৈলোক্যসুন্দরী ঐ রমণী হ্রদতীরে ঋজু যষ্টিলতার ন্যায়, পদ্মালয়া রমার ন্যায়, নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় অথবা লক্ষ্মী অপেক্ষাও অসীমসৌন্দর্য্যশালিনী দেবী পার্ব্বতীর ন্যায়, সমস্ত দিক উদ্যোতিত করিয়া, শোভা পাইতে লাগিল।

এইসময়ে সুরনায়ক দেব ইন্দ্র দেব সূর্য্যদেব পদযুগল বন্দনান্তে ঐ পথে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। এবং আদিত্যও সেই সময়ে পরিভ্রমণপ্রসঙ্গে সেই ভুবনধাম অধিষ্ঠিত ঐ প্রদেশে সমাগত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই একদা ঐ সুরসুন্দরীকে দর্শন করিলেন। এবং তাহাকে দর্শন করিয়া, কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইলেন। অধিক কি, তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, সেই সুরেন্দ্রদ্বয়ের অঙ্গসকল সর্ব্বাঙ্গ স্ফুরিত এবং ধৈর্য্যও বিচলিত হইল। তখন দেবরাজ তাহার মস্তকে স্বীয় বীর্য্য পাতিত করিলেন। ঐ বীর্য্য সেই নারীকে প্রাপ্ত না হইয়া, সংনিবৃত্ত হইল। তাহাতে, ঐ

রমণী পরমপ্রভুশক্তিবিশিষ্ট বানরপতি বানরকে প্রসব করিল। অমোঘরেতা মহামতি ইন্দ্রের বীর্য্য রমণীর বাল অর্থাৎ কেশপাশে পতিত হইয়াছিল, এই জন্য তাহার গর্ভোৎপন্ন ঐ পুত্রের নাম বালী হইল। ঐ সময়ে ভাস্করও কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ রমণীর গ্রীবাদেশে স্বীয় বীর্য্য নিষিক্ত করিলেন। তাহাতে, ঐ গ্রীবাদেশেই সন্তান সমুৎপন্ন হইল। ভাস্কর সেই বরতনু রমণীকে কোন কথাই বলিলেন না। ঐ রূপে বীর্য্যনিষেক করাতে তাঁহার মদননিবৃত্তি হইয়া গেল। সে যাহা হউক, গ্রীবাদেশে বীর্য্য পতিত হওয়াতে, সুগ্রীবের জন্ম হইল।

এই রূপে মহাবলবীর্য্যশালী দুই বানরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র বানরেন্দ্র বালীকে কাঞ্চনময়ী গুণসম্পন্না, অক্ষয় মালা প্রদান করিয়া, স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এবং সূর্য্যও পবননন্দন হনুমানকে স্বীয় পুত্র সুগ্রীবের কার্য্যসচিব রূপে নিয়োগ করিয়া, আকাশে সমাগত হইলেন। হে নৃপ! ঐ রাত্রির অবসানে ভাস্কর সমুদিত হইলে, ঋক্ষরজা আপনার বানররূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইল। এই রূপে সে বানর হইয়া, আপনার সেই পিঙ্গললোচন, মহাবল, কামরূপী, বানরশ্রেষ্ঠ দুই পুত্রকে অমৃততুল্য মধুপান করাইল। অনন্তর তাহাদিগকে লইয়া, ব্রহ্মার আবাসে সমাগত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুত্র সমভিব্যাহারী পুত্র ঋক্ষরজাকে দর্শন করিয়া, অনেক সান্ত্বনা করিলেন। সান্ত্বনা করিয়া, পশ্চাৎ দেবদূতকে আদেশ করিলেন, দূত! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পরম মনোহারিনী কিষ্কিন্ধ্যানাম্নী নগরীতে গমন কর। ঐ সুবর্ণসম্পন্না মহতী রমণীয়া নগরী এই ঋক্ষরজার উপযুক্ত। তথায় বহুসংখ্য বানরযূথ বাস করে। এতদ্ভিন্ন, আরও কামরূপী অন্যান্য বানরগণ ইহাতে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ নগরী বহুরত্নসমাকীর্ণ, দুর্গম, চাতুর্বর্ণ্যোপস্কৃত, পরম পবিত্রভাবাপন্ন এবং পণ্যশালিনী। বিশ্বকর্ম্মা আমার আদেশে এই দিব্য শোভন কিষ্কিন্ধ্যা নির্ম্মাণ করিয়া-

হেন। তুমি তথায় সপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষরজাকে স্থাপন এবং যূথপাল বানরদিগকে অন্যান্য প্রাকৃত বানরগণের সহিত বিশেষ রূপে আহ্বান করিয়া, তাহাদের সকলের যথাবিধি অভ্যর্থনাসহকারে ইহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া, রাজপদে প্রাতষ্ঠিত কর। এই ধীমান বানরশ্রেষ্ঠের দৃষ্টমাত্রেই সেই সকল বানর চিরকালের জন্য ইহার বশানুগামী হইবেক।

ব্রহ্মা এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দেবদূত ঋক্ষরজাকে পুরস্কৃত করিয়া, পরম রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রয়াণ করিলেন। এবং অনিলগতিতে তথায় প্রবেশ করিয়া, পিতামহের নিয়োগক্রমে বানরোত্তম ঋক্ষরজাকে রাজা করিলেন। ঋক্ষরজা রাজোচিত অভিষেকবিধানে স্নাত, অভ্যর্চ্চিত, মুকুটযুক্ত, সুন্দর রূপে অলংকৃত ও অভিষিক্ত হইয়া, মুদিতমানসে সমুদায় বানরগণের আজ্ঞাকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্তা পৃথিবীতে যে সকল বানর ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল। এই রূপে এই ঋক্ষরজাই বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও মাতা। তোমার কল্যাণ হউক। যে বিদ্বান ব্যক্তি এই উপাখ্যান শ্রবণ করায়, ও যে ইহা শ্রবণ করে, তাহাদের মানসিক হর্ষবৃদ্ধিকর সমুদয় কার্য্যার্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বিভো! আমি এই সমস্ত ঘটনা বিস্তার পূর্ব্বক যথাযথ কীর্ত্তন এবং রাক্ষস ও বানরেশ্বরগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বীর রাঘব ভ্রাতৃগণের সহিত এই অত্যুৎকৃষ্ট পৌরাণিক দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমি মহতী পুণ্যকথা শ্রবণ করিলাম। হে মুনিপুঙ্গব! এ বিষয়ে আমার অতিমাত্র কৌতূহল সমুৎপন্ন

হইয়াছে। হে দ্বিজ! বালী সুগ্রীবের উৎপত্তি যেরূপ দিব্য-ভাবাপন্ন, হে ব্রহ্মর্ষে! তাহাতে, ঐ সুরেন্দ্রতনয় দুই জনেই যে, বলিশ্রেষ্ঠ ও বানরশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র বিস্ময় নাই।

রাম এইপ্রকার কহিলে, কুম্ভযোনি বলিলেন, হে মহাবাহো! পূর্ব্বে এই রূপেই বালী ও সুগ্রীবের জন্ম সংঘটিত হয়। রাজন্! অধুনা, আর একটী সনাতনী দিব্য কথা শ্রবণ করুন। রাম! পূর্ব্বে রাবণ যেজন্য সীতাকে হরণ করে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিব। মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। রাম! পূর্ব্বে সত্য-যুগে রাক্ষসপতি রাবণ বিনয়াবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক প্রজাপতির পুত্র, পরমপ্রভাববিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্তকলেবর ও স্বীয় তেজে অতিমাত্র প্রজ্বলিত, অস্থানো-পবিষ্ট সত্যবাদী ঋষি সনৎকুমারকে নিবেদন করিয়াছিল, ইহলোকে দেবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন প্রবল ও অতিমাত্র বলশালী, দেবগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, সমরে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন এবং দ্বিজগণ যাঁহাকে নিত্য পূজা ও যোগিগণ যাঁহার সর্ব্বদা ধ্যান করেন, হে ভগবন্! হে তপোধন! এ বিষয় বিস্তারক্রমে আমায় বলিতে আজ্ঞা হউক।

ধ্যানদৃষ্টি মহাযশা সনৎকুমার রাবণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, প্রেমভরে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। যিনি সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, যাঁহার উৎপত্তি আমরা অবগত নহি, সুরা-সুরগণ নিত্য যাঁহাকে প্রণাম করেন, যিনি পরমপ্রভাবশালী হরি ও নারায়ণ, বিশ্ব জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার নাভিতে প্রাদু-র্ভূত হইয়াছেন, যিনি এই স্থাবরজঙ্গম দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া-ছেন, বিবুধগণ স্তবে বিধিপূর্ব্বক সেই হরিকেই আশ্রয় করিয়া, অমৃতপান ও সকললোকের সম্মানিত হইয়া, তাঁহারই উপাসনা করেন। যোগিগণ পুরাণ, বেদ, পঞ্চরাত্র ও যজ্ঞ সকল সহায়ে তাঁহারই যাগ ও তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। দৈত্য,

দানব ও রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সুরবৈরীসমূহ, সকলকেই তিনি সংগ্রামে জয় করেন, এবং সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহামুনি সনৎকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় কহিল, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও অন্যান্য সুরবৈরীগণ যাহারা হরির হস্তে নিহত হইয়া থাকে, তাহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? এবং কিজন্যই বা হরি তাহাদিগকে সংহার করেন।

মহামুনি সনৎকুমার রাবণের কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, দেবতারা যাহাদের সংহার করেন, তাহারা নিত্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বসুধাতলে জন্ম গ্রহণ করে। এই রূপে পূর্ব্বার্জ্জিত সুখ ও দুঃখে তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়। রাজন্! ত্রিলোকীনাথ চক্রধর জনার্দ্দন যে যে নরেন্দ্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহার নিলয়ে গমন করিয়াছে। তাঁহার ক্রোধও বরের সমান।

নিশাচর দশানন মহামুনি সনৎকুমারের মুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, কিরূপে হরির সহিত যুদ্ধ করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

— —

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

দুরাচার রাবণ এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলে, মহামুনি সনৎকুমার পুনরায় অন্যবিধ বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, মহাবাহো! তুমি মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছ, মহাযুদ্ধে তাহা সিদ্ধ হইবে। তোমার সুখলাভ হউক। কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর।

মহাবাহু রাবণ এই কথা কর্ণগোচর করিয়া তাঁহাকে পুন-

রায় কহিলেন, তিনি কি প্রকার লক্ষণাক্রান্ত, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মুনি সনৎকুমার রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাক্ষসপুঙ্গব। শ্রবণ কর, তোমাকে সমস্ত কহিব। সেই দেব নারায়ণ সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, এবং সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, পর্ব্বতসমূহে, অরণ্যসকলে, সমুদায় স্থাবরে, নদীসমূহে এবং সমস্ত নগরীতে বিদ্যমান। তিনি ওঙ্কার, সত্য, সাবিত্রী ও পৃথিবী। তিনি ধরাধরধরদেব, তিনিই দিন, রাত্রি, উভয়সন্ধ্যা, দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, ও সলিল। তিনিই লোকসকলের বিদ্যোতন, প্রজ্বালন, সমুদ্ভাবন, সৃজন, সংহরণ ও শোষণ করেন। তিনিই অব্যয়, লোকনাথ, পুরাণ ও একমাত্র ভয়নাশক বিষ্ণু। এবং নানা প্রকারে লীলা করিয়া থাকেন। অথবা দশানন। এই রূপে অধিক বলিয়া আর প্রয়োজন কি? তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়াআছেন। সেই নীলোৎপলদলশ্যাম নারায়ণ। কিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবর্ণ সন পরিধান পূর্ব্বক,বর্ষাকালীন আকাশবিহারী সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় বিরাজমান হয়েন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবৎস,লোচনযুগল পরমশ্রীবিশিষ্ট পঙ্কজের ন্যায়, এবং কলেবর মেঘের ন্যায়, শ্যামলবর্ণ; তাঁহার শোভার সীমা নাই। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী তাঁহার দেহ আবরণ পূর্ব্বক, মেঘে সৌদামিনীর ন্যায়, তাঁহার কলেবরে বাস করিতেছে। সুর, অসুর বা পন্নগগণ, কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, সেই ব্যক্তি কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ। তাত! কি যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি ইজ্যা, কিছুতেই সেই ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। যাহারা তাঁহার ভক্ত এবং তাঁহাতে মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া, একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং

জ্ঞানবলে যাহাদের সমস্ত পাতক এক কালেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়, তোমার যদি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সমস্ত সবিশেষ বলিব, অভিরুচি হয়, শ্রবণ কর।

সত্যযুগের অবসান হইলে, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে, সেই দেব নারায়ণ দেব ও মনুষ্যগণের হিতার্থ নৃপবিগ্রহ পরিগ্রহ করিবেন। পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথন নামে যে রাজা হইবেন, তাঁহার রাম নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। রাম মহাতেজা, মহাসত্ত্ব, ক্ষমায় পৃথিবীর সমান ও সমরে শত্রুগণ কর্তৃক সর্বদা আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য। প্রভু নারায়ণ এই রূপে রাম নামে মানবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন। ধার্ম্মিক মহামনা বিভু রাম পিতার নিয়োগে ভ্রাতার সহিত দণ্ডকে বিচরণ করিবেন। তদীয় পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে বিখ্যাতা। তিনি জনকের দুহিতা এবং বসুধাতল হইতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি রূপে সংসারমধ্যে অদ্বিতীয়া, সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিতা, এবং প্রভা যেমন চন্দ্রের, তিনিও তেমনি ছায়ার ন্যায়, রামের অনুগতা। তিনি শীলাচারগুণসম্পন্না, সাধ্বী ও ধৈর্য্যশালিনী, এবং সহস্রাংশুর রশ্মির ন্যায় ও রাম যেন একমূর্ত্তির ন্যায়, বিরাজমানা। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট নিত্য অব্যয় দেবদেব পরব্রহ্মরূপী নারায়ণের বৃত্তান্ত সবিস্তারে সমুদায় বলিলাম।

হে রাঘব! প্রতাপশালী মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, তোমার সহিত বিরোধবাসনায় চিন্তাপর হইল। সে সনৎকুমারের বাক্য বারংবার চিন্তাকরত আহ্লাদিত হইয়া, যুদ্ধকামনায় বিচরণ করিতে লাগিল।

রাম বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে এই কথা শ্রবণ করিয়া, শিরশ্চালন সহকারে নিরতিশয় বিস্ময়ের বশীভূত হইলেন। এইরূপে নরেশ্বর রাম ঐ কথা শুনিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, সবিস্ময়লোচনে পুনরায়

যোগীগণাগ্রগণ্য অগস্ত্যকে কহিলেন, পৌরাণিক আখ্যান সকল কীর্ত্তন করুন।

—[:]—

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

পিতামহ ঈশ্বরকে যেমন, মহাতেজা মহাযশা অগস্ত্য তেমনি প্রণত রামকে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সত্য-পরাক্রম রামকে কহিলেন, শ্রবণ কর। এই বলিয়া মহাতেজা প্রবলপ্রভাব অগস্ত্য কথাশেষ কীর্ত্তন করিলেন। সেই মহামতি অগস্ত্য প্রীতহৃদয়ে যথাখ্যান, যথাশ্রুত ও যথাবৃত্ত রামকে কহিতে লাগিলেন, মহাবাহো মহামতি রাম! দুরাশয় রাবণ এই জন্যই জনকদুহিতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। হে মহাবাহো সুমহাযশা! হে দুর্দ্ধর্ষ! নারদ গিরিবরশ্রেষ্ঠ মেরু পর্ব্বতে আমার নিকট এই আখ্যান কীর্ত্তন করেন। হে রাঘব! সুমহাতেজা নারদ দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও অন্যান্য মহামতিগণের সমক্ষে সহাস্য আস্যে পুনরায় এই কথাশেষ বর্ণন করিয়াছিলেন। হে মানদ! হে রাজেন্দ্র! তুমি সেই মহাপাতকবিনাশিনী কথা শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! যে কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত দেবগণ সকলেই হর্ষভরে পর্য্যাকুললোচন দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, যে, যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক নিত্য এই কথা শ্রবণ করাইবে বা করিবে, রাম! সে পুত্রপৌত্রবান্ হইয়া, স্বর্গলোকে পূজিত হইবে।

—(:)—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই বলদর্পিত নিশাচর রাবণ নিরতিশয়-শৌর্য্যশালী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, বিজয়বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে

লাগিল। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাহাকে অতি বলাধিক শুনিতে পায়, তাহাকেই যুদ্ধকামনায় আহ্বান করে। হে পৃথিবীপতে! এই রূপে দশানন পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিতে পাইল, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোক হইতে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তিনি দ্বিতীয় অংশুমানের ন্যায়, মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, গমন করিতেছেন। রাবণ প্রীত হৃদয়ে তাঁহার অভিনন্দন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া, হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিবেদন করিল, ভগবন্! ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত সমুদায় লোক অনেকবার আপনি দর্শন করিয়াছেন। হে মহাভাগ! তাহাদের মধ্যে কোন্ লোকের মানব সকল অধিকতর বলবান্। আমি তাহাদের সহিত যদৃচ্ছায় ও যথাকামে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

দেবর্ষি নারদ মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! ক্ষীরোদ সাগরের সমীপে এক মহাদ্বীপ আছে। তথায় যে সকল লোক বাস করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রসংকাশ, অতিমাত্রমহাবল, মহাকায়, মহাবীর্য্য ও মেঘবৎ গম্ভীরনিস্বন। এবং সকলেই মহাশ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী ও মহাপরিঘতুল্যবাহুবিশিষ্ট। হে রাক্ষসাধিপ! তুমি বলবীর্য্যসম্পন্ন যাদৃশ ব্যক্তিগণের কামনা করিতেছ, আমি সেই শ্বেতদ্বীপে তাদৃশ মানব সকল দর্শন করিয়াছি।

নারদের কথা শুনিয়া, দশানন প্রত্যুত্তর করিল, হে দেবর্ষে! সেই শ্বেতদ্বীপের মনুষ্যগণ কিজন্য বলবান্ হইয়া থাকে এবং সেই সকল মহাত্মারা কিরূপেই বা তথায় বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন? হে প্রভো! আপনি যথাযথ এই সমুদায় আমাকে বলুন। আপনি সমস্ত জগৎ সর্ব্বদা হস্তামলকবৎ দেখিয়া থাকেন।

রাবণের কথা শুনিয়া দেবর্ষি কহিলেন, তাহারা সকলেই নিত্য অনন্য চিত্তে নারায়ণপরায়ণ। এবং তচ্চিত্ত ও তৎপর

হইয়া, একান্ত ভাবে নারায়ণেরই আরাধনা করে। ফলতঃ তাহারা সর্ব্বদাই তচ্চিত্ত ও তদ্‌গতপ্রাণ এবং সকলেই অতিমাত্র মহাত্মা; এই কারণে শ্বেতদ্বীপে বাস প্রাপ্ত হইয়াছে। লোক-নাথ চক্রধর দেব বিষ্ণু শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ করিয়া, যাহাদের সংহার করেন, তাহারা ত্রিবিষ্টপে বাস করিয়া থাকে। তাত! যজ্ঞফল, তপস্যা, সংযম বা উৎকৃষ্ট দানফল, কিছুতেই সেই সুখ-ময় লোক লাভ করা যায় না।

দশগ্রীব নারদের কথা কর্ণগোচর করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, অনেক ক্ষণ এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। অনন্তর দশানন নারদকে আমন্ত্রণ করিয়া, শ্বেতদ্বীপের উদ্দেশে প্রয়াণ করিলেন। নারদ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, কৌতূহলসমন্বিত হইয়া, পরমাশ্চর্য্য সন্দর্শন বাস-নায় ত্বরা পূর্ব্বক তথায় যাত্রা করিলেন। তিনি নিত্য কেলি-পরায়ণ ও সমরপ্রিয়। হে রঘুনন্দন! দশানন ঘোরতর সিংহ-নাদে দশদিক বিদারিত করিয়া, রাক্ষসগণের সহিত শ্বেত দ্বীপে গমন করিতে লাগিলেন। নারদ তথায় গমন করিলে, সেই মহাযশা দশাননও ঐ দ্বীপে সমাগত হইলেন। এই মহাদ্বীপ দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য। তথায় গমন করিয়া, বলীয়ান রাবণের পুষ্পক রথ সেই দ্বীপের তেজে বায়ুবেগে সমাহত হইয়া, বাতাহত মেঘের ন্যায়, স্থির থাকিতে পারিল না। রাক্ষসরাজের সচিব-গণও সেই দুষ্প্রেক্ষ্য দ্বীপে উপনীত হইয়া, ভীত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমরা সকলেই মোহাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাশূন্য ও বিচেতন হইয়া পড়িয়াছি। তজ্জন্য কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, কিরূপে যুদ্ধ করিব? এই বলিয়া, তাহারা সকলেই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দশানন ঐ সকল রাক্ষসের সহিত হেমভূষিত পুষ্পক বিমান বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর পুষ্পক রথ গমন করিলে,

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাভয়ংকর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, একাকীই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবেশসমকালেই তত্রত্য রমণীগণের দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইলেন। তন্মধ্যে কোন রমণী সস্মিতবদনে তাঁহার হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ, বল। তুমি কে, কাহার পুত্র এবং কেই বা তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, নির্দ্দেশ কর।

রাজন্! রাজা রাবণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, সক্রোধে কহিলেন, আমি বিশ্রবার পুত্র রাক্ষস রাবণ। সংগ্রামের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। দুরাত্মা রাবণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, সেই সকল যুবতীজন সুস্বনে হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর তাহাদের মধ্যে একজন রমণী কুপিত হইয়া, বালকের ন্যায়, অনায়াসে রাবণকে গ্রহণ ও তাঁহার মধ্যদেশ ধারণ করিয়া, তাঁহাকে সখীমধ্যে ঘুরাইতে আরম্ভ করিল। এবং অপরা সখীকে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি অবলোকন কর, আমি এই অতি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়, কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভ বিংশতিবাহু দশাননকে ধারণ করিয়াছি। তখন ভ্রমলালস রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে বিদ্বান্ ও বলবান্ রাবণ ঘুরিতে ঘুরিতে, রোষাবিষ্ট হইয়া, কোন সুন্দরী রমণীর হস্তে অতিমাত্র দংশন করিলেন। তখন সেই রমণী হস্তবেদনাবশতঃ ধুনন পূর্ব্বক সেই শুভ কীটকে ছাড়িয়া দিল। তদ্দর্শনে অপরা স্ত্রী রাক্ষসরাজকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে উৎপতিত হইল। রাবণ নিতান্ত কুপিত হইয়া, তাহাকেও নখের অতিমাত্র আঘাতে বিদারিত করিলেন। এবং তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ বিনির্ধূত হইয়া, সাগরসলিলে পতিত ও ভয়ে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, উঠিলেন। বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশেখর যেমন তিনিও তেমনি বিনিপাতিত হইয়া, সাগরজলে পতিত হইলেন। এই রূপে রাজা রাবণ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতিগণ

কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া, ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। মহাতেজা নারদ রাবণকে ধর্ষিত দেখিয়া, সবিস্ময়ে হাস্য ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

হে মহাবাহো! দুরাত্মা রাবণ এই কারণেই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সবিশেষ জানিয়া, সীতাকে হরণ করিয়াছিল। তুমি শংখচক্রধর দেব নারায়ণ। তোমার হস্তে শার্ঙ্গধনু, পদ্ম ও বজ্রাদি আয়ুধ সকল বিরাজমান। সমস্ত দেবতা তোমায় নমস্কার করেন। তুমি শ্রীবৎসচিহ্নিত, সর্ব্বদেবাভিপূজিত, পদ্মনাভ, মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ হৃষীকেশ। রাবণের বধের জন্য মানুষীতনু আশ্রয় করিয়াছ। আপনাকে নারায়ণ বলিয়া কি তোমার জ্ঞান হইতেছে না? হে মহাভাগ! আর আত্মবিস্মৃত হইও না। আপনাকে স্মরণ কর। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। এবং তুমি ত্রিগুণ, ত্রিবেদী, ত্রিধামা, ত্রিকালকর্ম্মা, ত্রিবেদ্য, ও ত্রিদশারিবিমর্দ্দন। তুমি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধবিক্রমসহায়ে লোকত্রয় আক্রমণ করিয়া আছ। তুমি বলিবন্ধনকারণে শ্রীমান্ মহেন্দ্রানুজরূপে অদিতির গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি সনাতন বিষ্ণু। লোকদিগকে অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছ।

হে সুরসত্তম! সুরাসুরগণের সেই এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। পাপমতি রাবণ সপুত্র বলবান্ধবে নিহত হইয়াছে, তপোধন ঋষিগণ ও সুরগণ সকলেই তজ্জন্য সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়াছেন। হে সুরেশ্বর! তোমার প্রসাদে সমস্ত জগৎ বিশিষ্টরূপ শান্তিলাভ করিয়াছে। সীতা সাক্ষাৎ মহাভাগা লক্ষ্মী, পাতাল হইতে সমুত্থিতা হইয়াছেন। হে প্রভো! ইনি তোমারই জন্য জনকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা রাবণ ইঁহাকে লঙ্কায় আনিয়া, মাতার ন্যায়, পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিল। পরমযশস্বি রাম! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণন

করিলাম। দীর্ঘজীবী নারদ আমার সকাশে এইরূপ কীর্ত্তন করেন। সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, দশানন অনতিকাল মধ্যেই তৎসমস্ত অশেষরূপে সমাপিত করেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বিপ্রসান্নিধ্যে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্ন অক্ষয় হইয়া পিতৃগণের সমীপে সমাগত হয়।

রাজীবলোচন রাম ভ্রাতৃগণের সহিত এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ, বিভীষণপ্রমুখ নিশাচরগণ, অমাত্যপ্রমুখ নরপতিগণ এবং অন্যান্য সমাগত বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ধার্ম্মিক শূদ্রগণ সকলেই উৎফুল্ললোচন ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অতিমাত্র প্রীতিভরে রামকে দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাতেজা অগস্ত্য রামকে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শন ও সম্ভাষণ হইয়াছে। অধুনা, আমরা গমন করিব। এই বলিয়া, তাঁহারা প্রতিপূজিত হইয়া, সকলে যথাগত গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মহাবাহু রাম এইরূপে পৌর ও জানপদসমূহে যথাবিধানে কার্য্য সকল শাসন করত দিনযাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া, মিথিলাপতি জনককে কহিলেন, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি। আমরা আপনারই পালিত। এবং আমি আপনারই উগ্রতেজঃ-সহায়ে রাবণকে সংহার করিয়াছি। রাজন্! ইক্ষ্বাকু ও মৈথিল-বংশীয়গণের পরস্পর সম্বন্ধপ্রীতির তুলনা নাই। অতএব, হে পার্থিব! আপনি রত্নজাত গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় পুরে গমন করুন। ভরত সহায়ার্থ আপনার অনুগামী হইবেন।

রাজা জনক তাহাতে সম্মত হইয়া, রামকে কহিলেন, রাজন্!

আমি তোমার দর্শনে ও নয়ে প্রীত হইয়াছি। আমার জন্য এই যে রত্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে, আমি স্বীয় দুহিতাদ্বয়কে তৎসমস্ত প্রদান করিতেছি।

অনন্তর রাজর্ষি জনক প্রস্থান করিলে, রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিনয় সহকারে পরমপ্রভাবশালী মাতুল কৈকেয়কে কহিলেন, রাজন্! এই রাজ্য, আমি, ভরত ও লক্ষ্মণ সকলেই আপনার অধীন। হে পুরুষর্ষভ! আপনিই আমাদের গতি। বৃদ্ধ রাজা আপনার জন্য সন্তপ্ত হইতে পারেন। হে পার্থিব! এই জন্য অদ্যই আপনার প্রস্থান করা উচিত বোধ হইতেছে। লক্ষ্মণ বহুল ধন ও বিবিধ রত্ন লইয়, অনুযাত্র স্বরূপ আপনার অনুগমন করিবে। যুধাজিৎ তাহাই হইবে, বলিয়া কহিলেন, হে রাঘব! রত্ন ও ধন সমস্ত তোমাতেই অক্ষয় হইয়া থাকুক। অনন্তর রাম প্রথমে অভিবাদনসহকারে প্রদক্ষিণ করিলে, পরে কেকয়-বর্দ্ধন যুধাজিৎ,রাজা ভাবিয়া, রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া, লক্ষ্মণকে সহায় করত, স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহিত এই রূপে গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম মাতুলকে বিদায় দিয়া, আপনার বয়স্য কাশী-পতি অকুতোভয় প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, তুমি পরম সৌহার্দ্দ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছ। এবং ভরতের সহিত আমার অভিষেকে উদ্যোগও করিয়াছ। অতএব রাজন্! অদ্য তুমি সুন্দর প্রাকার ও সুশোভন তোরণসম্পন্ন, পরমমনোহর ও সুরক্ষিত বারাণসী নগরীতে গমন কর। কাকুৎস্থ রাম এই বলিয়া, উৎকৃষ্ট আসন হইতে উত্থান করিয়া, তাঁহারে উরোগত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধন রাম বিদায় প্রদান করিলে, অকুতোভয় কাশীরাজ তৎকর্তৃক অনু-জ্ঞাত হইয়া, সত্বর কাশী যাত্রা করিলেন। রাম কাশিপতিকে বিদায় দিয়া,অন্যান্য উপস্থিত তিন শত রাজাকে সহাস্য আস্যে মধুর বাক্যে কহিলেন, আপনারা সকলেই স্বকীয় তেজে আমার

প্রতি সমান প্রীতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এবং ধর্ম্ম নিশ্চয়বশতঃ সর্ব্বদা সত্যও পালন করিয়াছেন। আপনারা মহাত্মা। আমি আপনাদেরই অনুভাব ও তেজে দুরাচার, দুর্ব্বুদ্ধি ও রাক্ষসাধম রাবণকে সংহার করিয়াছি। ফলতঃ, রাবণ আপনাদেরই তেজে পুত্র, মিত্র ও অমাত্যগণ সহিত নিহত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে হেতুমাত্র। জনকদুহিতা সীতা বন হইতে অপহৃতা হইয়াছেন, শুনিয়া, মহামতি ভরত আপনাদের সকলকে সমানয়ন করিয়াছেন। মহানুভব আপনারা সমুদায় রাজাই উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। অনেক দিন হইল, আপনারা এখানে আসিয়াছেন। এইজন্য আপনাদের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করাই আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ মনে হইতেছে।

তখন ঐ সকল নরপতি নিরতি হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাম! সৌভাগ্যবলেই আপনি বিজয়ী ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সৌভাগ্যবলেই সীতা প্রত্যাহৃতা হইয়াছেন। এবং সৌভাগ্যবলেই শত্রু দশানন পরাজিত হইয়াছে। রাম! আমরা যে আপনাকে বিজয়ী ও নিঃসপত্ন দেখিতেছি, ইহাই আমাদের পরম অভীষ্ট ও ইহাই আমাদের পরম আনন্দ। আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিতেছেন, ইহা আপনার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যেহেতু, আপনি সকল লোকের অভিরাম রাম। আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আমরা ঈদৃশী প্রশংসা পরিজ্ঞাত নহি। এক্ষণে সকলে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আপনি সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন। হে মহাবাহো! আমরাও যাহাতে আপনার প্রতি নিরতিপ্রীতিমান হইয়া, এই রূপে আপনার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারি, হে মহারাজ! আমাদের উপর আপনার যেন নিত্য সেইরূপ প্রীতি থাকে। রাম তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন নরপতিগণ সকলেই অতিমাত্র হর্ষিত ও গমনে উৎসুক হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

এবং রাম কর্তৃক পূজিত হইয়া, স্ব স্ব রাজ্যে সমাগত হই-লেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

এই রূপে মহামতি নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্ব-সমূহে পৃথিবী কম্পিত করিয়া, দশ দিকে প্রস্থান করিলেন। প্রহৃষ্টবলবাহনশালিনী অনেক অক্ষৌহিণী রামের যুদ্ধসাহায্য জন্য সবিশেষ সমুদ্যত হইয়া, ভরতের আজ্ঞায় অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিল। সেই সকল বলদর্পসমন্বিত মহীপাল পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধে রাম ও রাবণকে সম্মুখীন দেখিতে পাইলাম না। রাবণবধ হইলে পর ভরত অনর্থক আমাদিগকে আনয়ন করিলেন। যদি পূর্ব্বে আনিতেন, তাহা হইলে, অতি সত্বর পিশাচগণ এই সকল নরপতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সাগরপারে রামের বা লক্ষ্মণের বাহুবলপরিরক্ষিত ও বিগতজ্বর হইয়া, সুখে যুদ্ধ করিতাম। ঐ সকল সমবেত নরপতিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ কথা সকল কীর্ত্তন করিতে করিতে হর্ষভরে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের ঋদ্ধ ও হর্ষিত, ধনধান্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ, বিবিধবস্তুশালী, সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যে পূর্ব্ববৎ অক্ষত শরীরে গমন করিয়া, রামের প্রিয়কামার্থ বিবিধ রত্ন উপহার প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহারা রামকে বহুসংখ্য অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, অত্যুৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ আজাবিক ও বহুবিধ রথ দান করিলে, মহাবল ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমস্ত রত্ন গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই পুরুষর্ষভগণ রমণীয় নগরী অযোধ্যাতে সমাগত হইয়া, সেই সকল বিচিত্র রত্ন রামের গোচরে সমুপস্থিত করিলেন। মহামতি রাম তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ

করিয়া, পরমপ্রীতিমান্ হইয়া, কৃতকর্ম্মা রাজা সুগ্রীবকে দান করিলেন। এবং বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস ও বানর, যাহাদের সহায়ে জয়শালী হইয়াছেন, তাহাদিগকেও যথাযথ প্রদান করিলেন। ঐ সকল মহাবল বানর ও নিশাচরগণ রামের প্রদত্ত রত্ন সমস্ত মস্তকে ও বাহুতে ধারণ করিল।

ঐ সময়ে মহারথ ও মহাবীর্য্য পদ্মপলাশলোচন রাজা রাম মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে অঙ্কে আরোপিত করিয়া, সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, অঙ্গদ তোমার সুসন্তান ও হনুমান্ তোমার সুমন্ত্রী। হে সুগ্রীব! ইহারা দুই জনে আমারও মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত ও হিতানুষ্ঠানে নিরত। অতএব হে হরীশ্বর! তোমার জন্য ইহাদের নানাপ্রকারে পূজা করা কর্ত্তব্য। মহাযশা রাম এই বলিয়া, আপনার অঙ্গ হইতে মহামূল্য আভরণ সকল মোচন করিয়া, অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে তৎসমস্ত পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, দরীমুখ, দধিমুখ, ইন্দ্রজানু, এই সকল মহাবীর্য্য মহাবল যূথপতিপ্রধান ও যূথপতি বানরদিগকে সম্ভাষণ ও নেত্রদ্বারা যেন পান করিয়া, মধুর কোমল শান্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই আমার সুহৃৎ, শরীর ও ভ্রাতা স্বরূপ। হে কাননবাসিগণ! তোমরাই আমাকে বিপৎসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছ। রাজা সুগ্রীবই ধন্য এবং তোমাদের ন্যায় বন্ধুশ্রেষ্ঠগণই ধন্য! এই বলিয়া নরবর রাম তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য বিধানে মহামূল্য বসন ও ভূষণ সমস্ত দান ও আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ তথায় বিবিধ সুগন্ধি মধু, সুমৃষ্ট মাংস, এবং বহুবিধ ফল মূল ভক্ষণ করত সুখে অবস্থিতি করিল। এই রূপে তাহাদের এক মাসেরও অধিক অতীত হইয়া গেল। কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহাদের তাহা মুহূর্ত্তের ন্যায় মনে হইল। রামও সেই সকল কামরূপী বানর, মহাবল রাক্ষস ও মহাবীর্য্য ঋক্ষগণের সহিত

নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তাহাদের দ্বিতীয় শিশির মাস অতিবাহিত হইল। তাহারা সকলেই নিরতিশয় হর্ষ ও নিরতি প্রীতিযোগ ভোগ করিয়া, রমণীয় ইক্ষাকুনগরীতে রামের প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সুখে সময় যাপন করিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এই রূপে অযোধ্যায় কালযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর মহাতেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি সুরাসুরেরও দুরাক্রমণীয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করিয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর। হে মহাবাহো! তুমি অঙ্গদকে প্রীতিচক্ষে দর্শন করিবে। সুমহাবল হনুমান্, নল, শ্বশুর সুষেণ, বলিশ্রেষ্ঠ তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল শরভ, দুর্দ্ধর্ষ মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, সুবিক্রান্ত ঋষভ, সুপাটল, কেশরি, শরভ ও শুম্ভ এবং এই যে সকল বানরবীর আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সুগ্রীব! তুমি ইহাদিগের সকলকেও প্রীতিসহকারে প্রতিপালন করিবে; কখনই ইহাদিগের কোন বিপ্রিয়াচরণ করিবে না।

সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত রামচন্দ্র তদনন্তর মধুরবাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, আমি জানি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ। পুরবাসী জন, অমাত্য রাক্ষসগণ এবং তোমার ভ্রাতা কুবেরও তোমাকে ভাল বাসেন; অতএব যাও, ধর্ম্মানুসারে লঙ্কারাজ্য পালন কর। রাজন্! কখনও অধর্ম্মে অভিরুচি করিও না। যে সকল রাজা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। আর, রাজন্! আমাকে ও

সুগ্রীবকে তুমি পরম প্রীতি সহকারে সর্ব্বদা স্মরণ কর; ইহাই আমার প্রার্থনা। এক্ষণে তুমি শোকশূন্য হইয়া গমন কর।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ সাধু সাধু বলিয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। এবং কহিতে লাগিল, মহাবাহো রামচন্দ্র! সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় আপনার বুদ্ধি; বীর্য্যও আপনার সেইরূপ অদ্ভুত; মাধুর্য্যও তাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, হনুমান প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন্! আপনাতে যেন নিয়ত আমার পরম স্নেহ থাকে, বীর! আপনাতে আমার ভক্তিও যেন নিশ্চলা হয়; আমার মন যেন অন্য কাহাতেও আসক্ত না হয়। বীর! মহীতলে যত কাল রামকথা প্রচলিত থাকিবে, তত কাল যেন আমার দেহে জীবন থাকে; ইহার যেন অন্যথা না হয়। হে রঘুনন্দন! হে নরর্ষভ! অপ্সরোগণ যেন আমাকে আপনার এই চরিত ও কথা নিয়ত শ্রবণ করায়, বীর! বায়ু যেমন মেঘলেখা হরণ করে, আমি তেমনি আপনার সেই চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠা দূর করিব।

হনুমান এই কথা কহিলে পর রাম সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নেহভরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, কপিপ্রবর! যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লোকে আমার এই চরিত যত কাল প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তোমার কীর্ত্তি থাকিবে এবং তোমার প্রাণও তত দিন তোমার শরীরে অবস্থিতি করিবে। যতদিন লোক থাকিবে, আমার কথাও ততদিন থাকিবে। কপে! তুমি আমার যে সকল উপকার করিয়াছ, তাহার এক একটীর জন্য আমি প্রাণ দান করিয়াও ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি; কিন্তু তুমি শেষ যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য আমায় চিরকাল ঋণী থাকিতে হইবে। অথবা তোমার উপকার আমাতে

জীর্ণই হউক, কারণ লোক বিপদে পড়িলেই প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র বৈদূর্য্যময় তরলমণি-বিশিষ্ট চন্দ্রপ্রভ হার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। শিখরদেশে চন্দ্রমা উদিত হইলে শৈল-রাজ সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, বক্ষস্থলে ঐ হার ধারণ করিয়া মহাকপি হনুমান্ সেইরূপ শোভিত হইলেন।

রাঘবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরগণ একে একে উত্থান করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে রাঘবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে লাগিল। সুগ্রীব ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রামকে অতীব গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং তিন জনেই বাষ্পজলে বিধুর হইয়া পড়িলেন। রাঘবকে পরিত্যাগ করিতে অন্যান্য বানর এবং রাক্ষসগণও সকলেই বাষ্পবিক্লব অশ্রুজলে পূর্ণচক্ষু, উন্মনা ও মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহাত্মা রাঘবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া বান-রাদি সকলে, দেহ ত্যাগ করিয়া দেহীর ন্যায়, স্ব স্ব নিলয়ে প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাক্ষস, ঋক্ষ, ও বানরগণ; রঘুবংশবর্দ্ধন রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বিয়োগজনিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে, যে যে দেশের অধিবাসী, সে সেই দিকে গমন করিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় করিয়া যথাসুখে ভ্রাতৃদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপরাহ্ন সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অন্তরীক্ষে এই মধুর বাক্য শুনিতে পাইলেন যে, সৌম্য রামচন্দ্র! আপনি সৌম্যবদনে আমাকে নিরীক্ষণ করুন। প্রভো! জানিবেন, আমি পুষ্পক, কুবেরভবন হইতে উপস্থিত

হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে কুবেরের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহার ভবনে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, মহাত্মা নরনাথ রামচন্দ্র যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করিয়া তোমায় জয় করিয়া লইয়াছেন। দুষ্টাত্মা রাবণ স্বজন, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হওয়াতে আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। সৌম্য। পরমাত্মা রাম যখন লঙ্কায় তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন, তখন তুমি সেই রামকেই বহন কর; আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি। তুমি সর্ব্বলোকে গমন করিবার উপযুক্ত বাহন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি রঘুনন্দন রামকেই বহন কর, অতএব কোনরূপে দুঃখ না করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন কর। হে রঘুনন্দন। আমি মহামতি ধনদের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আপনি কোন আশঙ্কা না করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আমি সর্ব্বলোকের অধৃষ্য, কুবেরের আদেশক্রমে আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক প্রভাব সহকারে বিচরণ করিব।

মহাবল রামচন্দ্র পুষ্পকের এই কথা শ্রবণ করিয়া, পুনরাগত আকাশস্থিত পুষ্পককে দর্শন করত কহিলেন, বিমানবর পুষ্পক! যদি এইরূপই হয়, স্বচ্ছন্দে আগমন কর। যখন ধনেশ্বর অনুমতি করিয়াছেন, তখন ইহাতে আমাদিগের সচ্চরিত্র অতিক্রম রূপ দোষ হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া মহাবাহু রাঘব লাজ এবং সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপ দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পককে কহিলেন, এক্ষণে গমন কর, যখন স্মরণ করিব তখন আসিবে। সৌম্য! আকাশে গমন কালে আমাদিগের বিয়োগজন্য কোন দুঃখ করিও না। দিগ্দিগন্তে গমনকালীন তোমার যেন প্রতিঘাত না হয়। পুষ্পক রামের নিকট পূজাপূর্ব্বক বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, তথাস্তু বলিয়া ঐ স্থান হইতে নিজ অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান করিল।

পুণ্যময় পুষ্পক বিমান এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, পর, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, বীর! দেবরূপী আপনার রাজত্বকালে আমরা কতবার মানুষাতিরিক্ত প্রাণী এবং পদার্থ সকলকেও মানুষের ন্যায় কথা কহিতে দেখিলাম। আপনি যে কয় মাস রাজা হইয়াছেন, ইহার মধ্যে প্রজাদিগের কোন রোগই হয় নাই। অতিবৃদ্ধ প্রাণিদিগেরও মৃত্যু হয় নাই। নারী সকল নির্বিঘ্নে প্রসব করিতেছে, মনুষ্যগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে। রাজন্‌! পুরবাসীদিগের আনন্দও অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবরাজ যথাকালে অমৃতময় বারিবর্ষণ করিতেছেন। বায়ুও নিয়ত সুখস্পর্শ সুখজনক ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক রূপে প্রবাহিত হইতেছে। হে নরেশ্বর! পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই বলিতেছে যে, চিরকাল যেন আমাদিগের এইরূপ রাজাই হয়।

ভরতের মুখবিনিঃসৃত এই সকল সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, নৃপসত্তম রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবাহু রামচন্দ্র হেমভূষিত পুষ্পককে বিদায় দান করিয়া, চন্দন, অগুরু, চূত, উত্তুঙ্গ কালেয়ক ও দেবদারু বনে সমন্তাৎ উপশোভিত চম্পক, অগুরু, পুন্নাগ, মধুক, পনস, অসন, বিধূমপাবকসদৃশ পারিজাত, লোধ্র, নীপ, অর্জ্জুন, নাগ, সপ্তপর্ণ, মুক্তক, মন্দার, কদলী ও বিবিধ লতাগুল্মজালে সমাবৃত এবং প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম ও কোবিদার আর সর্ব্বর্ত্তু কুসুমসম্পন্ন সুন্দরদর্শন ফলবান সুমনোরম দিব্যরসগন্ধবিশিষ্ট নবপল্লবাঙ্কুর সমন্বিত অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ পরিশোভিত অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। অশোকবনমধ্যে শিল্পিগণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত মনোরম পুষ্পপল্লবাঙ্কুরিত মত্তভ্রমরসমাচ্ছন্ন বিবিধ দিব্য বৃক্ষ সকল সঞ্জাত

রহিয়াছে। চূত বৃক্ষের ভূষণস্বরূপ কোকিল, ভৃঙ্গরাজ ও নানা বর্ণের নানা পক্ষী সমগ্র কানন বিচিত্রিত ও শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। কানন মধ্যে যে সকল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, তন্মধ্যে কতক সুবর্ণকান্তি, কতক অগ্নিশিখাসমপ্রভ, কতক নীলাঞ্জনসন্নিভ। তথায় কত প্রকার কতশত পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। বিবিধ মাল্য উপকল্পিত রহিয়াছে। এবং বিবিধাকার দীর্ঘিকাসকল সুন্দর স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। ঐ সমস্ত দীর্ঘিকার সোপানশ্রেণী মাণিক্যে এবং অন্তর কুট্টিম সকল স্ফটিকে বিনির্ম্মিত। সকল দীর্ঘিকাতেই পদ্ম ও উৎপলের বন হইয়া আছে। এবং দাত্যূহ, শুক, হংস ও সারস, সকল রব করিতেছে। চক্রবাক সকলে সকল দীর্ঘিকারই শোভা হইয়াছে। তীর সমস্ত বিবিধবর্ণ পুষ্পসমন্বিত পাদপনিকরে পরিশোভিত হইয়া আছে। সমগ্র কানন শিলাভিত্তিসম্পন্ন বিবিধাকার প্রাকার সকলে বেষ্টিত রহিয়াছে, বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ অসংখ্য শার্দ্দূলপক্ষী ঐ বন মধ্যে বাস করিতেছে। কাননে সমস্ত বৃক্ষই পুষ্পিত। সংঘর্ষজাত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল হইতে পতিত বিবিধবর্ণ পুষ্পে তত্রত্য শিলাতল, তারাগণ দ্বারা নভস্তলের ন্যায় বিচিত্র হইয়া আছে। রামের ঐ অশোকবন ইন্দ্রের নন্দন ও কুবেরের ব্রহ্মনির্ম্মিত চৈত্ররথ কাননের ন্যায়, নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র বহু আসন ও গৃহসম্পন্ন, লতাসনযুক্ত সুনমুক্ত অশোক বনে প্রবেশ করিয়া, সুগঠিত, পুষ্পরাজিসুশোভিত উৎকৃষ্ট আস্তরণ সমাচ্ছন্ন অনুত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। এবং শচীকে পুরন্দরের ন্যায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে উপবেশন করাইয়া বিশুদ্ধ মৈরেয় মধু পান করাইলেন। অবিলম্বেই রামচন্দ্রের আহারার্থ কিংকরগণ বিবিধ সুপক্ক মাংস ও নানাপ্রকার ফল আনয়ন করিল। অনন্তর সুনিপুণা রূপবতী নৃত্যগীতবিশারদা সুন্দরদর্শনা অপ্সরাসকল মধুপানে ঈষৎ মত্ত

হইয়া কিন্নরীগণের সহিত রামচন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তোষকপ্রবর ধর্ম্মাত্মা রাঘব ঐ সকল পরম-ভূষিতা মনোরমা রমণীদিগকে তুষ্ট করিলেন. সীতা সতী উপ-বিষ্ট হইয়া অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট তেজস্বী বশিষ্টের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সুরসম রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হইয়া. সুরসুতাসদৃশী সীতাকে এই রূপে দিন দিন তুষ্ট করিতে লাগিলেন। সীতা ও রাঘব এই রূপে বিহার করিতে থাকিলেন। অনন্তর সর্ব্বভোগী সুখপ্রদ শিশিরকাল অতিবাহিত হইল। বিবিধ ভোগ উপভোগ করত মহাত্মা রামচন্দ্র ও জানকী দশসহস্র বৎসর বিহার করিলেন। অনন্তর শিশিরকাল অতিবাহিত হইল।

একদিন ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মকার্য্য সকল সমাধা করিয়া. অপরাহ্ন যাপন করিবার জন্য অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সীতাও পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য দেবকার্য্য সকল সমাধা করিয়া, বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শ্বশ্রূদিগের সকলেরই পরিচর্য্যা করিলেন,·পশ্চাৎ দিব্যাভ বিচিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়া. স্বর্গে সমুপবিষ্ট পুরন্দরের নিকট শচীর ন্যায় রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র পত্নীকে কল্যাণময় গর্ভলক্ষণ সমাপন্না দর্শন করিয়া, অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, সাধু সাধু। পরে তিনি সুরসুতোপমা বরবর্ণিনী সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! তোমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত স্পষ্টই প্রকাশ হইয়াছে। বরারোহে! তোমার কিসে ইচ্ছা হয় বল। আমরা তোমার কোন্ অভিলাষ সম্পাদন করিব। তখন জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে কহিলেন. রাঘব! আমি পবিত্র তপোবন সকল দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমার বাসনা হইয়াছে, আমি গঙ্গাতীরোপবিষ্ট উগ্রতেজা ফলমূলভোজী ঋষিদিগের চরণ বন্দনা করিব। কাকুৎস্থ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি ফলমূলভোজী

ঋষিদিগের তপোবনে একরাত্রিও বাস করিব। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, তাহাই হইবে। বৈদেহি! তুমি নিশ্চিন্ত হও। কল্যই গমন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র জনকাত্মজা মৈথিলীকে এইকথা কহিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত অন্তঃপুর মধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া, মধ্য কক্ষায় আগমন করিলেন।

—[ঃ]—

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, বিচক্ষণ পার্শ্বদ সকল চারিদিকে উপবিষ্ট হইয়া, বিবিধ কথা দ্বারা হাস্য করাইতে লাগিল। বিজয়, মধুমত্ত, কশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজী, কালিয়, ভদ্র, উদন্তবক্ত্র, ও সুমাগধ ইহারা হর্ষ সহকারে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক বিবিধ কথা কহিতে লাগিল।

অনন্তর কোন কথাসূত্রে রামচন্দ্র কহিলেন, ভদ্র! নগরে ও রাজ্যমধ্যে আমার সীতার, ভরতের, লক্ষ্মণের, শত্রুঘ্নের ও মাতা কৈকয়ীর সম্বন্ধে নাগরিক ও জনপদবাসী প্রজাবর্গ কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে? রাজারা ধর্ম্মাদিবিচারবিহীন হইলে, লোকালয়ে এবং বনেও নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

রাম এই কথা কহিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, রাজন্! পুরবাসীজনেরা ভাল কথাই কহিয়া থাকে। বিশেষতঃ হে পুরুষর্ষভ! দশকন্ধর নিধন দ্বারা উপার্জ্জিত বিজয়ব্যাপার সম্বন্ধেই পৌরজনেরা বিশেষ আন্দোলন করিয়া থাকে।

রামভদ্রের এইকথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কোন বিষয় গোপন না রাখিয়া সমস্ত বিষয় যথাবৎ উল্লেখ কর। পুরবাসীদিগের ভাল মন্দ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, ভাল কার্য্যই করিব,

মন্দকার্য্য কদাপি করিব না। নগরে ও জনপদে প্রজাগণ আমার যে কোন অন্যায় কার্য্যের কথা কহিয়া থাকে, তুমি কোন আশঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর।

রাঘবের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভদ্র সমাহিত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সুরুচির বাক্যে নিবেদন করিল, রাজন্! চত্বর, আপণ, রথ্যা, বন ও উপবন সকলে পৌরজনেরা যে সকল ভাল ও মন্দ কথা কহিয়া থাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাম অতি-অদ্ভুত কার্য্যই করিয়াছেন, সমুদ্রে সেতুবন্ধন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি দেব, কি দানব কেহই কখনও শ্রবণ করেন নাই। রাম দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বল ও বাহনের সহিত বিনাশ করিয়াছেন, এবং বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। রাম যুদ্ধে রাবণকে সংহার করত সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু রাবণ যে স্পর্শ করিয়াছিল, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ না হইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে সীতাকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিয়াছেন। রাবণ যাহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই সীতার সম্ভোগে রামের হৃদয়ে কি সুখানুভব হইতে পারে! রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতেও লইয়া গিয়া অশোক বনিকাতে স্থাপন করিয়াছিল, এবং সীতা রাক্ষসের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। ঈদৃশ সীতার প্রতি রামের ঘৃণা হইতেছে না কেন? এখন হইতে আমাদিগকেও স্ত্রীর অপরাধ সহ্য করিতে হইবে; কারণ রাজা যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগকেও তাহার অনুবর্ত্তন করিতে হয়।

রাজন্! নগর ও সমস্ত জনপদে পুরবাসী ও প্রজাবর্গ এইরূপ বিবিধ কথা কহিয়া থাকে।

ভদ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঘব অতীব কাতর হইয়া সমস্ত বয়স্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, প্রজাগণ আমার সম্বন্ধে এই সকল কথাই কহিয়া থাকে? তাহাতে সকলেই

ভূমিতে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক দীনচেতা রাঘবকে উত্তর করিল, প্রজারা এইরূপই বলিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

তখন শত্রুনিসূদন কাকুৎস্থ বয়স্যদিগের সকলেরই মুখবিনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলকেই বিদায় দান করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বয়স্যদিগকে বিদায় করত রঘুনন্দন রামচন্দ্র বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া সমীপোপবিষ্ট দ্বারপালকে আদেশ করিলেন। তুমি সত্বর সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ, ভরত ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে এই স্থানে আনয়ন কর।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া অবাধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া সুমহামতি লক্ষ্মণকে কহিল, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া তথায় গমন করুন। তখন সৌমিত্রি রাঘবের আজ্ঞা শ্রবণ করত তথাস্তু বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সত্বর রাঘবের নিকেতনে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ যাত্রা করিলেন, দর্শন করিয়া দ্বারপাল ভরতের নিকট গমন করত, কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিল, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহাবল ভরত দ্বারপালের মুখে রাঘবের আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক পদব্রজেই যাত্রা করিলেন। ভরত যাত্রা করিলেন, দেখিয়া দ্বারপাল সত্বর কৃতাঞ্জলি পুটে শত্রুঘ্নের ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আসুন, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। লক্ষ্মণ এবং মহাযশা ভরত অগ্রেই গমন করিয়াছেন। দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করত শত্রুঘ্ন মস্তক অবনমন পূর্ব্বক

প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া রাঘবের নিকট যাত্রা করিলেন।

অনন্তর দ্বারপাল প্রত্যাগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, আপনার ভ্রাতৃগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র এতক্ষণ অবাঙ্মুখে কাতরচিত্তে ব্যাকুল ভাবে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এক্ষণে কুমারেরা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, সত্বর কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমার জীবন ইঁহাদিগেরই আশ্রিত, ইঁহারাই আমার প্রিয়তম প্রাণ।

অনন্তর রাজার আজ্ঞা পাইয়া শুক্লবাসা কুমারগণ সমাহিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, ধীমান্ রামচন্দ্রের মুখ গ্রহগ্রস্ত শশী ও সন্ধ্যাকালীন দিবাকরের ন্যায় নিষ্প্রভ, এবং বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া নয়নযুগল পরিম্লান পদ্মের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা সকলে সত্বর হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদযুগলে প্রণাম করত একাগ্রচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল রামচন্দ্র নেত্রবারি মার্জ্জন করিলেন, এবং বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করত কুমারদিগকে উত্তোলন করিয়া, আসনে উপবেশন কর বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন, হে নরেশ্বরগণ! আমি তোমাদিগের সহায়েই রাজ্য পালন করিতেছি। তোমরা শাস্ত্রার্থ শিক্ষা করিয়াছ; এবং বুদ্ধিও তোমাদিগের পরিপক্ক হইয়াছে। অতএব আমি তোমাদিগকে আমার যে কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহার অনুসরণ কর।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, রাজা কি কথাই বলিবেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

কুমারেরা সকলেই কাতরচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, অনন্তর রামচন্দ্র পরিশুষ্কবদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পৌরজনেরা সীতা ও আমার সম্বন্ধে যেরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে, বলিতেছি;—তোমরা সকলেই শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের মন যেন অন্যথা না হয়। পৌরজন মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ ঘটিত হইয়াছে। জনপদবাসীরাও আমার অত্যন্ত কুৎসা করিয়া থাকে; সেই অপবাদ ও কুৎসা আমার মর্ম্মস্থান সকল ছেদন করিতেছে। আমি মহামতি ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সীতাও মহামতি জনকদিগের বংশে উৎপন্না হইয়াছেন। সৌম্য লক্ষ্মণ! যেরূপে বিজন দণ্ডক বনে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল, এবং আমি যে রূপে তাহাকে সংহার করিয়াছিলাম, তুমি তাহা সমস্তই জ্ঞাত আছ। তখনই আমি সীতার সম্বন্ধে ভাবনা করিয়াছিলাম যে, ইনি এই রাক্ষসগৃহে বাস করিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে কি করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাইব। অনন্তর আমার বিশ্বাসের জন্য সীতা বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সৌমিত্রে! তোমার সমক্ষেই দেবগণের হব্যবাহক অগ্নি ও আকাশস্থিত বায়ু সীতাকে অপাপা বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। সমুদায় ঋষি ও দেবগণের সমক্ষে চন্দ্র সূর্য্যও জনকাত্মজাকে অপাপা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লঙ্কাদ্বীপে এই রূপে সীতার চরিত্র বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইলে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র সীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন; আমার অন্তরাত্মাও চিরকালই জানে যে যশস্বিনী সীতার চরিত্র বিশুদ্ধ, অতএব তখন আমি সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে উপস্থিত পৌরজনের ও প্রজাবর্গের অপবাদরূপ মহাদুঃখ আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। সংসারে যে প্রাণীর কলঙ্ক ঘোষিত হয়,

যতদিন সেই ঘোষণা থাকে, ততদিন সে নিরয়গামী হইয়া থাকে। দেবগণ অকীর্ত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন; কীর্ত্তি সকল লোকেই পূজিত হইয়া থাকে। সুমহাত্মা ব্যক্তিরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন সমস্তই কীর্ত্তির জন্য। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! জনকাত্মজার কথা কি, আমি অপবাদের জন্য প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব তোমরা দেখ, আমি শোকের সাগরে নিপতিত হইয়াছি। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমি এ যাবৎ কখনই ঈদৃশ দুঃখ অনুভব করি নাই। সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে আরোহণ করাইয়া দেশান্তরে বিসর্জ্জন করিয়া আইস। গঙ্গার অপরপারে তমসানদীর তীরে সুমহাত্মা বাল্মীকি মুনির দিব্যসঙ্কাশ আশ্রম আছে। হে রঘুনন্দন! তুমি সেই বিজন প্রদেশে সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে; তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। সীতাসম্বন্ধে আমি যাহা আদেশ করিলাম, তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রত্যুত্তরই করিও না। সৌমিত্রে! তুমি অবশ্যই গমন করিবে! এবিষয়ে কোন তর্ক বিতর্ক করিবার তোমার প্রয়োজন করে না। যদি তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ কর তাহা হইলে আমি অতীব অসন্তুষ্ট হইব। আমি তোমাদিগকে আমার চরণের ও জীবনের দিব্য দিতেছি যে তোমরা এ সম্বন্ধে আমাকে অনুনয় বিনয় করিও না। যদি কর তাহা হইলে তোমাদের আমার ইষ্টব্যাঘাত করা হইবে, সুতরাং আমি তোমাদিগকে নিয়ত অহিতকারী জ্ঞান করিব। যদি তোমরা আদেশানুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে তোমরা আমাকে মান্য কর। সীতাকে এ স্থান হইতে দূরীকৃত কর। আমার আদেশ প্রতিপালন কর। সীতা আমাকে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে আমি গঙ্গাতীরস্থিত আশ্রমসকল দর্শন করিব। এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ সম্পাদিত হউক্।

এই কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্মাত্মা রামের লোচনযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শোকাকুলিতচিত্তে হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নিজ আবাস গৃহে প্রবেশ করিলেন।

—:•:—

ষটপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে দীনচেতা লক্ষ্মণ পরিশুষ্ক বদনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! রাজা আজ্ঞা করিয়াছেন, সত্বর উৎকৃষ্ট রথে তুরঙ্গম সকল যোজনা কর, রথের উপর সীতার বসিবার উপযুক্ত শুভ আসন বিস্তার কর। রাজার অনুমতি-ক্রমে আমি সীতাকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইব। তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

তখন সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমযুক্ত সুখকর আসনোপেত সুরম্য সুপরিস্কৃত রথ আনয়ন করিয়া মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধন সৌমিত্রিকে কহিলেন, প্রভো! এই রথ আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতে আজ্ঞা হউক্।

সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করত নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাজগৃহ-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আপনি রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে আশ্রম দর্শন করিবেন; রাজাও তদ্বিষয়ে আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমায় আদেশ করিয়াছেন। অতএব হে বিদেহনন্দিনি! রাজার আদেশ ক্রমে আপনি আমার সহিত গঙ্গাতীরস্থিত ঋষিদিগের আশ্রম সকল দর্শন করিতে যাত্রা করুন! আমি আপনাকে মুনিজননিষেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব।

মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী অতুল

আনন্দ লাভ করিলেন; এবং যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তিনি বিবিধ মহামূল্য বসন ও রত্ন সকল গ্রহণ করত গমনের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ এবং মহামূল্য বস্ত্র ও বিবিধ ধন দান করিব। সৌমিত্রি তথাস্তু বলিয়া সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের আজ্ঞা স্মরণ করত শীঘ্রগামী তুরঙ্গম যোগে যাত্রা করিলেন। এই সময় সীতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি বিবিধ অশুভ দর্শন করিতেছি। আমার দক্ষিণ নয়ন নৃত্য করিতেছে ও গাত্র কম্পিত হইতেছে, সৌমিত্রে! আমার হৃদয়ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। মনমধ্যে বিষম উৎকণ্ঠাও উপস্থিত হইতেছে, আমি একান্ত অস্থিরও হইয়াছি! হে পৃথুলোচন! আমি পৃথিবীও শূন্য দর্শন করিতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল! তোমার ভ্রাতার কোনরূপ অমঙ্গল হইবে না ত! আমার সমুদায় শ্বশ্রূগণের, এবং নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণের যেন মঙ্গল হয়। এই বলিয়া সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের কথা শ্রবণ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া মেদিনীকে প্রণাম করিলেন; এবং হৃদয় শুষ্ক হইলেও মুখে হৃষ্টভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, সকলের মঙ্গল হউক্।

অনন্তর গোমতীর তীরে আশ্রমস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সেরাত্রি ঐ স্থানে বাসগ্রহণ করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে গাত্রোত্থান করিয়া সুমিত্রানন্দন সারথিকে কহিলেন, শীঘ্র রথ যোজনা কর। আজ আমি ত্র্যম্বক মহাদেবের ন্যায় মস্তকে ভাগীরথীর জল ধারণ করিব। তখন সুমন্ত্র মনোজব-অশ্বদিগকে পানাহার করাইয়া রথে যোজনা করত প্রাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, রথে আরোহণ করুন। ধীমান সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করত সীতা তাঁহার ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। অবিলম্বেই বিশাললোচনা

জানকী পাপনাশিনী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন। দুই প্রহ-রের মধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহ সমীপে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ ভাগীরথীকে দর্শনকরত কাতর চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞা সীতা লক্ষ্মণকে কাতর দর্শন করিয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ক্রন্দন করি-তেছ কেন? লক্ষ্মণ। আমি চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে উপ-স্থিত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমার হর্ষের সময়; তুমি এই হর্ষের সময় আমাকে দুঃখ দান করিওনা। হে পুরুষর্ষভ! তুমি দিবানিশি রামের সহিত কালযাপন কর। আজ দুই দিন তাঁহাকে ছাড়িয়াছ বলিয়াই কি তোমার দুঃখ হইয়াছে? লক্ষণ! রাম আমারও জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর; কিন্তু আমি ত এরূপ দুঃখিত হই নাই; অতএব তুমি বিধুর হইও না। আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া তপস্বীদিগকে দর্শন করাও; আমি মুনিদিগকে বস্ত্র ও আভরণ দান এবং যথাবিধানে অভিবাদন করত একরাত্রি তথায় বাস করিয়া পরে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিব। পদ্মপলাশলোচন সিংহবক্ষা, ক্ষীণমধ্য রমণশ্রেষ্ঠ রামকে দর্শন করিবার জন্য আমারও মন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সীতার সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুনিহন্তা লক্ষণ সুন্দর নয়ন যুগল মার্জ্জন করিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিবা মাত্র নাবিকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,নৌকা এই প্রস্তুত রহিয়াছে। পুণ্যময়ী গঙ্গা পার হইবার জন্য এইরূপে নৌকা আনাইয়া লক্ষণ অতি সতর্কে সীতাকে গঙ্গা পার করাইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদগণ বাহ্যা সুবিস্তীর্ণা সজ্জীকৃতা নৌকায় প্রথমত সীতাকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করি-লেন; এবং সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রথ লইয়া এই স্থানে অব-স্থিতি কর; পশ্চাৎ শোকে কাতর হইয়া নাবিক কে আদেশ

করিলেন, চল। অনন্তর ভাগীরথীর অপরপারে উত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, কৃতাঞ্জলিপুটে মৈথিলীকে কহিলেন, বিদেহনন্দিনি! ধীমান্ আর্য্য উপস্থিত কার্য্যসূত্রে যে আমাকে সংসারে নিন্দার পাত্র করিলেন, ইহাই আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপে নিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা বরং মৃত্যুযাতনা এবং মৃত্যুও এক্ষণে আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে শোভনে! আপনি প্রসন্ন হউন্, আমাকে অপরাধী করিবেন না। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন ও মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন দেখিয়া মৈথিলী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। দেখিতেছি, তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ, রাজার মঙ্গল ত? বৎস! আমি তোমায় রাজার দিব্য দিতেছি, তুমি যে জন্য কাতর হইয়াছ, আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমিও তোমাকে আদেশ করিতেছি।

বৈদেহী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনচেতা লক্ষ্মণ অধোমুখে বাষ্পগদগদ্ কণ্ঠে উত্তর কবিলেন, জনকাত্মজে! আপনার জন্য নগরে ও জনপদ মধ্যে আর্য্য রামের যে অপবাদ ঘটনা হইয়াছে, সভামধ্যে সেই অপবাদ শ্রবণ করত অতীব দুঃখিত হইয়া তিনি আমাকে বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবি! রাজা অসহিষ্ণু হইয়া আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা হৃদয়মধ্যেই নিহিত করিয়া রাখিয়াছি; সে সকল কথা বলিবার নহে! এই জন্যই আমি তাহা হইতে নিরস্ত রহিলাম। কেবল এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে, আমার সমক্ষে আপনার বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইলেও, রাজা পৌরজনের অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতে কিন্তু আপনি মনে করিবেন না যে বাস্তবিক আপনি দোষী। গর্ভাবস্থায় আপনার বাসনা পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য,

এই সূত্রে রাজা আপনাকে আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমায় আদেশ করিয়াছেন। অতএব আপনি আর বৃথা শোক করিবেন না। জাহ্নবীতীরে ঐ যে ব্রহ্মর্ষিদিগের পরমপবিত্র তপোবন রহিয়াছে; আমাদিগের পিতা রাজা দশরথের পরমসখা মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি উহাতে বাস করেন। জনকাত্মজে! আপনি সেই মহাত্মার পাদমূলে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপবাস ব্রত আচরণ পূর্ব্বক সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি হৃদয়ে রামচন্দ্রকে ধারণ করিয়া পতিব্রত পালন করিবেন; এইরূপ করিলেই আপনার পরম মঙ্গল হইবে।

— [ঃ০ঃ] —

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণের দারুণ বাক্য শ্রবণ করত জনকনন্দিনী কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল অজ্ঞান থাকিয়া পরে, জানকী বাষ্পাবিললোচনে কাতর বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই বিধাতা দুঃখভোগ করাইবার জন্যই আমার এই দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই জন্যই আজ আমার সকল দুঃখ মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইল। পূর্ব্ব জন্মে হয় কোন মহাপাতক করিয়াছিলাম, না হয় কাহারও স্ত্রীবিয়োগ ঘটাইয়াছিলাম, সেই জন্যই আমি শুদ্ধাচারা পতিব্রতা হইলেও, রাজা আজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! সৌমিত্রে! রামের পাদসেবা করিতে পাইব এই অনুরোধেই পূর্ব্বে বনবাসদুঃখ আমার সুখ বোধ হইয়াছিল; কিন্তু সৌম্য! এক্ষণে প্রিয়জনবিরহিতা হইয়া আমি কিপ্রকারে আশ্রমে বাস করিব! দুঃখে কাতর হইয়া কাহার নিকটেই বা দুঃখ প্রকাশ করিব! বৎস! "মহাত্মা রাঘব তোমায় পরিত্যাগ করিলেন কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছিলে?" মুনিগণ যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাঁহাদিগকে

কি উত্তরই বা দান করিব। সৌমিত্রে! আমি এখনই জাহ্নবীর জলে জীবন ত্যাগ করিতাম; কিন্তু আমার স্বামীর বংশ লোপ হইবে, কেবল এই বোধেই তাহা করিলাম না। সৌমিত্রে! তুমি যেরূপ আজ্ঞা পাইয়াছ, সেইরূপ কর; এই দুঃখভাগিনীকে বিসর্জ্জন করিয়া যাও; রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন ইতরবিশেষ না করিয়া, আমার নাম লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক আমার সকল শ্বশ্রূকেই অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তদনন্তর ধর্ম্মনিরত রাজাকেও অভিবাদনান্তে আমার নাম করিয়া বলিবে যে রাঘব! আপনি জানেন, সীতা শুদ্ধস্বভাবা, এবং আপনার প্রতি পরমভক্তিমতী ও নিয়ত আপনার হিতসাধনে নিরতা। বীর! আমি বিলক্ষণ জানি, আপনি লোকের অপযশ ভয়েই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা নিবারণ করা আমারও কর্ত্তব্য; কারণ আপনিই আমার পরম গতি। লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্ম পরিনিষ্ঠিত নৃপতিকে আরও বলিবে যে, আপনি ভ্রাতৃদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, সতত পৌরদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। ধর্ম্ম পূর্ব্বক প্রজাপালন করিয়া আপনি পুণ্যসঞ্চয় করিবেন, ইহাই আপনার পরম ধর্ম্ম; এবং ইহাতেই আপনার অনুত্তম কীর্ত্তি সঞ্চয় হইবে। হে নরর্ষভ! আমি নিজের শরীরের জন্য তাদৃশ শোক করি না। রঘুনন্দন! পৌরজনের মধ্যে আপনার যে অপবাদ হইয়াছে, ইহাই আমার পরম দুঃখ। নারীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু, অতএব প্রাণ দান করিয়াও পতির প্রিয় সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি আমার নাম করিয়া রামচন্দ্রকে এই সকল কথা কহিবে, আমার বক্তব্যের সার সংগ্রহ এই। লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি গমন কর; দেখিয়া যাও যে আমার গর্ভ লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

সীতা এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ কাতর চিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহার আর ক্ষমতা হইল না। অনন্তর তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সীতাকে প্রদক্ষিণ করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আমাকে এ কি কথা কহিতেছেন! অনঘে! এপর্য্যন্ত আমি আপনার চরণযুগল ভিন্ন, আপনার রূপ কখনও দর্শন করি নাই; বিশেষ এই বিজন বন, তাহাতে আবার আর্য্য রাম আপনার নিকটে নাই; এ অবস্থায় আমি কি করিয়া আপনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি!

সীতাকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার নৌকা আনাইলেন, এবং পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ করিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর পর পারে উপনীত হইয়া শোক-ভারাক্রান্তচিত্তে ও দুঃখজন্য হতজ্ঞানভাবে সত্বর রথে আরোহণ করিলেন; এবং যাইতে যাইতে বার বার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, গঙ্গার অপর পারে সীতা অনাথার ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছেন।

অনন্তর সীতা বার বার দৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন যে রথ ও লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, তখন তিনি উদ্‌বিগ্ন ও শোকে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

যশস্বিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে না দেখিয়া যশস্বিনী সাধ্বী সীতা দুঃখভারে অবনতা ও শোকে নিমগ্না হইয়া ময়ূরনিনাদিত বন মধ্যে অতীব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

—(:)—

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া, তত্রত্য মুনিদারকগণ তপোবিষয়ে সুদৃঢ়বুদ্ধিবিশিষ্ট ভগবান্ বাল্মীকির অধিষ্ঠিত প্রদেশে দ্রুতপদে গমন করিলেন। এবং সকলেই তদীয় পাদ-

বন্দনা পূর্ব্বক সীতার রোদন কথা নিবেদন করিয়া, কহিলেন, ভগবন্! না জানি কোন্ মহামতির পত্নী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী, অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণী নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, বিকৃতবদনে রোদন করিতেছেন। ভগবন্! আপনি একবার দেখিলে ভাল হয়। সেই বরাঙ্গনা, স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায়, দুঃখে অভিভূতা হইয়া, নদীতীরে অবস্থান করিতেছেন। আমরা দেখিলাম, তিনি দুঃখশোকে ব্যাকুল ও অতিমাত্র শোক-পরায়ণা হইয়া, একাকিনী অনাথিনীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় রমণীর এপ্রকার অবস্থা হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। তাঁহাকে মানুষী বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইল না। আপনি তাঁহার সম্যক্ অভ্যর্থনা করুন। তিনি যখন আশ্রমের নিকটে রহিয়াছেন, তখন আপ-নারই শরণাগতা বলিতে হইবে। ভগবন্! তিনি রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছেন! অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন।

ধর্ম্মবিৎ বাল্মীকি তপোবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন। মুনিপুত্রগণের কথা শুনিয়া, বুদ্ধিবলে নিশ্চয় করিয়া, মৈথিলীর সকাশে দ্রুতপদে গমন করিলেন। সেই মহামতিকে গমন করিতে দেখিয়া, শিষ্যেরা তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর ধীমান্ বাল্মীকি অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক পদব্রজে কিঞ্চিৎ গমন করি-য়াই, জাহ্নবীতীরে ঐ স্থানে সমাগত হইয়া, অবলোকন করি-লেন, রাঘবের পত্নী সীতা অনাথার ন্যায়, অবস্থিতি করিতে-ছেন। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি শোকভারার্ত্তা সীতাকে তেজোবলে নিরতিশয় আহ্লাদিতা করিয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, অয়ি পতিব্রতে! তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রণয়িণী মহিষী ও জনকের দুহিতা; স্বচ্ছন্দে আগমন কর। তুমি যে এখানে আসি-য়াছ এবং তাহার যে কারণ, তৎসমস্তই যোগধর্ম্মবলে ধ্যানসহায়ে আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি। অয়ি মহাভাগে! তুমি যে সর্ব্বথা শুদ্ধচারিণী, তাহাও আমি তত্ত্বতঃ বিদিত হইয়াছি। অথবা,

ত্রৈলোক্যের সমুদায় ঘটনাই আমার পরিজ্ঞাত আছে। জানকি! আমি তপোলব্ধ চক্ষু দ্বারা জানিতেছি, তোমার কোন পাপ নাই। বৈদেহি! তুমি এখন আমার অধিকারে আসিয়াছ। অতএব বিশ্বস্তা হও। বৎসে! আমার এই আশ্রমের অবিদূরে তপোনিষ্ঠা তাপসীগণ বাস করেন। তাঁহারা নিত্য তোমাকে বৎসের ন্যায়, পালন করিবেন। এক্ষণে এই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ কর; এবং আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া, বিগতজ্বর হও। কোন মতেই বিষণ্ণ হইও না। নিজের গৃহেই আসিয়াছ, মনে করিয়া লও।

সীতা মহর্ষির এই পরমাদ্ভুত কথা কর্ণগোচর করিয়া, মস্তক দ্বারা তদীয় চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রাঞ্জলি হইয়া, প্রয়াণপরায়ণ মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নিগণ মহর্ষি ও সীতাকে আসিতে দেখিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন, এবং কহিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আসিতে আজ্ঞা হউক। অনেক দিনের পর আপনার আগমন হইয়াছে। আমরা সকলেই আপনার অভিবাদন করিতেছি। আজ্ঞা করুন আমাদিগকে কি করিতে হইবে।

মহাভাগ বাল্মীকি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন, এই সীতা ধীমান্ রামের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের দুহিতা। এক্ষণে আমাদের আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি সাধ্বী ও নিষ্পাপা। তথাপি স্বামী ইহাঁকে ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমাদের উচিত, সর্ব্বদা ইহাঁকে প্রতিপালন করি। ইনি নির্ব্বিশেষে তোমাদের সকলেরই পূজনীয়। বিশেষতঃ, আমি তোমাদের গুরু ও স্বয়ং আদেশ করিতেছি। অতএব তোমরা সকলে পরম স্নেহে ইহাঁর পর্য্যবেক্ষণ কর। পরমতপস্বী মহাযশা বাল্মীকি বারংবার তাপসীগণের হস্তে

সীতাকে সম্প্রদান করিয়া, শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, পুনরায় স্বীয় আশ্রমপদে সমাগত হইলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি এই রূপে সীতাকে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করাইলেন, দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণের মন একান্ত ব্যাকুল ও নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাযশা লক্ষ্মণ মন্ত্রসারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! রামের সীতাবিয়োগসন্তাপজন্য দুঃখ অবলোকন কর। ইঁহার পত্নী এই জনকাত্মজা সর্ব্বথা শুদ্ধচারিণী। ইঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়া, রাম যে একাকী রহিলেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক ক্লেশের বিষয় কি হইতে পারে? সুমন্ত্র! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈব হইতেই রামের এই জানকীবিরহ সংঘটিত হইল। যেহেতু দৈবকে অতিক্রম করা কখনই সুসাধ্য নহে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসদিগের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ, তিনিও দৈবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা অপেক্ষা দৈবের দুরতিক্রমণীয়তা কি হইতে পারে? পূর্ব্বে রাম পিতার আদেশে দণ্ডক বনে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়া যে দুঃখ অনুভব করেন, তাহা সমুচিতই হইয়াছে, কেন না, তাহাতে তাঁহার পিতৃবাক্যের গৌরবরক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু সীতাকে বনে দিলেন, ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় এবং অতিমাত্র নিষ্ঠুরের কার্য্য, বলিয়া আমার প্রতিভাত হইতেছে। হে সূত! পৌরগণের কথা কোন মতেই ন্যায় সঙ্গত নহে। সুতরাং তাহাদের জন্য সীতানির্ব্বাসনরূপ অযশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার কি ধর্ম্মলাভ হইবে? কখনই না।

লক্ষ্মণের মুখে এইরূপ বহুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রজ্ঞাবান্ সুমন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিউত্তর করিলেন, হে সৌমিত্রে! সীতার

জন্য আপনি সন্তপ্ত হইবেন না। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে আপনার পিতার সমক্ষে সীতার এই বনবাসাদি ঘটনাবর্ণন করিয়া কহিয়াছিলেন, রাম নিশ্চয়ই সুখহীন ও দুঃখভাগী হইবেন; এবং শীঘ্রই প্রিয় বস্তুর সহিত বিপ্রয়োগ অনুভব করিবেন। তথাহি ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু রাম কালমাহাত্ম্যে আপনাকে, সীতাকে, এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকে ত্যাগ করিবেন। হে লক্ষ্মণ! রাজা দশরথ আপনাদের সম্বন্ধে ভবিষ্য জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই রূপ প্রত্যুত্তর করেন। আমি তাহাই আপনাকে বলিলাম। অতএব আপনি শত্রুঘ্ন বা ভরত কাহারেও এ কথা বলিবেন না। হে নরর্ষভ! দুর্ব্বাসা আমার, বশিষ্ঠের ও মহাত্মগণের সান্নিধ্যে দশরথকে এই কথা বলিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষির এই কথা শুনিয়া, আমাকে কহিয়াছিলেন, সুত! তুমি কোন লোকেরই সাক্ষাতে এ বিষয় বলিও না। হে সৌম্য! লোকপাল দশরথের বাক্য মিথ্যা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, ভাবিয়া আমি সর্ব্বথা সাবধান হইব, সংকল্প করিয়াছিলাম। অতএব আপনার সমক্ষে, কোন মতেই এই রহস্য কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। তথাপি, যদি আপনার শুনিতে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, হে রঘুনন্দন, শ্রবণ করুন। যদিও রাজা দশরথ পূর্ব্বে আমায় এই রহস্য কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন; কাহারও নিকট ইহা বলা উচিত নহে। তথাপি, আপনার সমক্ষে কীর্ত্তন করিব। ইহা শুনিয়া কোন মতেই দুঃখ করিবেন না। কেন না দৈব নিতান্ত দুরতিক্রম্য। সেই দৈববলেই সংপ্রতি ঈদৃশ শোক দুঃখ-সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আপনি ভরত ও শত্রুঘ্নের সমক্ষে এই রহস্য ভেদ করিবেন না।

সুমন্ত্রের এই প্রকার সত্য ও গম্ভীরার্থপদসম্পন্ন মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিতে আদেশ করিলেন।

— : • : —

একষষ্টিতম সর্গ।

সুমন্ত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া, দুর্ব্বাসার কথিত রহস্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে উপক্রম করিলেন। পূর্ব্বে অত্রির পুত্র মহামুনি দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বর্ষা চারি মাস একত্রে বাস করিয়াছিলেন। ত্বদীয় পিতা পরমতেজস্বী ও পরমযশস্বী দশরথ পুরোহিত মহাত্মা বশিষ্ঠের দর্শন বাসনায় স্বয়ং তৎকালে তথায় গমন করেন। তিনি দেখিলেন, মহামুনি সূর্য্যসংকাশ দুর্ব্বাসা স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, বশিষ্ঠের সব্যপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি বিনয়গুণবিশিষ্ট তাপসশ্রেষ্ঠ সেই দুই মুনিকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারাও স্বাগত, জিজ্ঞাসা এবং আসন,পাদ্য ও ফলমূল দান দ্বারা তাঁহার পূজাবিধি সমাধান করিলেন। তখন তিনি মুনিগণের সহিত আসীন হইলেন।

এই রূপে সেই সকল মহর্ষি তথায় উপবিষ্ট হইয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে নানা প্রকার সুমধুর কথোপকথন আরম্ভ করিলে, দশরথ কোন কথাপ্রসঙ্গে প্রাঞ্জলি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, অত্রির পুত্র মহাত্মা তপোধন দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার বংশ কত দিন স্থায়ী হইবে। আমার রাম ও অন্যান্য পুত্রেরা কত দিন বাঁচিবে। রামের যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহাদের পরমায়ু কত দিন, এবং আমার বংশের গতিই বা কিরূপ হইবে, সমস্ত বলিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া, পরমতেজীয়ান্ দুর্ব্বাসা বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। দেব ও অসুরগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক ভৎর্স্যমান হইয়া, আপনাদের পুরোহিতজননী ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ এবং তিনি অভয় দান করিলে, তথায় নির্ভয়ে বাস করিয়াছিল। সুরেশ্বর হরি দৈত্যদিগকে ভৃগুপত্নী

কর্তৃক পরিগৃহীত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শিতধার চক্র দ্বারা তাঁহার শির হরণ করিলেন। ভৃগু পত্নীকে নিহত দর্শন করিয়া, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া, রিপুকুলার্দ্দন বিষ্ণুকে শাপ দিয়া কহিলেন, যেহেতু তুমি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, আমার অবধ্যা পত্নীকে বধ করিলে, সেই হেতু, হে জনার্দ্দন! তোমাকে মানুষলোকে জন্মিতে হইবেক। তথায় পত্নীর সহিত তোমার বহুবার্ষিক বিপ্রযোগ সংঘটিত হইবেক। কিন্তু শাপ দিয়া ভৃগুর মন নিতান্ত আহত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বীয় শাপের সার্থক্যসাধন-জন্য অন্তর্যামী ঈশ্বর কর্তৃক তপশ্চরণে নিয়োজিত হইলেন। এই রূপে ভৃগু শাপপীড়িত হইয়া,অর্চ্চনা করিলে,ভক্তবৎসল দেব বাসুদেব তদীয় তপস্যায় আরাধিত হইয়া কহিলেন, রাবণাদিকে সংহার করিয়া, লোক সকলের সম্যগ্‌বিধানে প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য এই শাপ আমি গ্রহণ করিব।

হে পার্থিবসত্তম! পূর্ব্বে মহাতেজা ভৃগু বিষ্ণুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করেন। তাহাতেই তিনি ইহজন্মে তোমার পুত্র-রূপে অবতরণ পূর্ব্বক রাম নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মানদ! রামকে অবশ্যই ভৃগুশাপের ফল ভোগ করিতে হইবেক। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যার পতি থাকিবেন। তাঁহার অনুগামী মাত্রেই সুখী ও সমৃদ্ধিমান্ হইবে। রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া, ব্রহ্মলোকে সমাগত হইবেন। কেহই তাঁহাকে জয় করিতে পারিবে না। তিনি ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ সকলের অনুষ্ঠান ও অনেক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার ঔরসে সীতার গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হইবে।

এই রূপে সুমহাতেজা মহামুনি দুর্ব্বাসা রাজা দশরথের নিকট তদীয় বংশের গতাগতি সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন। তিনি তূষ্ণীম্ভূত হইলে, মহারাজ দশরথ সেই মহাত্মা মুনিদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া, পুনরায় স্বীয় পুরোত্তমে সমাগত হইলেন। আমি তৎকালে তথায় থাকিয়া,

মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই কথা শুনিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত উহা মনে করিয়া রাখিয়াছি। ঋষিবাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। ঋষি যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে রাম সীতার দুই পুত্রকে অযোধ্যাতেই অভিষেক করিবেন, অন্যত্র কখনই নহে। হে লক্ষ্মণ! এরূপ অবস্থায় শোক করা আপনার উচিত হইতেছে না। অতএব সীতা ও রাম উভয়েরই অর্থে তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন কর।

সারথি সুমন্ত্রের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ অনুপম আহ্লাদ লাভ পুরঃসর বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

উভয়ে এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে, সূর্য্য অস্তাচলচূড়া আশ্রয় করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা কেশিনীর তীরে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মহারথ রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনীর তীরে ঐ রাত্রি বাস করিয়া প্রভাত হইলে পর পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন; এবং দুই প্রহর কালে বিবিধরত্নপরিপূরিতা, হৃষ্টপুষ্টজনে সমাচ্ছন্না অযোধ্যানগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিব, এই ভাবনায় সুমহামতি লক্ষ্মণ অতীব বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের শশিশুভ্র বিশাল প্রাসাদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। অনন্তর নরোত্তম লক্ষ্মণ রাজার ভবন দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অধোবদনে কাতরচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কেহই নিবারণ করিল না। ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই অগ্রজ রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরচিত্তে পরমাসনে উপবিষ্ট

রহিয়াছেন। দেখিয়াই কাতরমনা সৌমিত্রি তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন ; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করত আপনার উক্তিমত গঙ্গার তীরে বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে জনকাত্মজাকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। বীর! সেই শুভাচারা যশস্বিনীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার আপনার পাদমূল সেবা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি শোক করিবেন না, কালের গতিই এই। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ মনস্বী ব্যক্তিগণ কখনই শোক করেন না। সঞ্চয় হইলেই ক্ষয় আছে ; উন্নতি হইলেই অবনতি আছে ; এবং জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। অতএব পুত্র, দারা, মিত্র ও ধন, কিছুতেই অতিস্নেহ করিবে না ; কারণ তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিশ্চিত। আপনি যখন আপনা দ্বারা আপনাকে এবং মনোদ্বারা মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তখন আর সামান্য চিত্তশোক দমন করিতে পারিবেন না! আপনার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠেরা কখনই ঈদৃশ বিষয়ে কাতর হন না। রাঘব! আপনার আবার অপবাদ উপস্থিত হইবে। রাজন্! যে অপবাদের ভয়ে আপনি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে যদি আপনি শোক করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্র মধ্যে আপনার সেই অপবাদই রহিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থ হইয়া এই দুর্ব্বলবুদ্ধি পরিহার করুন ; শোক করিবেন না।

সুমিত্রানন্দন মহামতি লক্ষ্মণ এই কথা কহিলে পর ককুৎস্থনন্দন মিত্রবৎসল রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি প্রকৃত কথাই কহিতেছ। বীর! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, তজ্জন্য আমার পরম পরিতোষ জন্মিয়াছে। সৌম্য সৌমিত্রে! তুমি যে সকল সুরুচির বাক্যে আমায় অনুনয় করিলে, তাহাতে আমার দুঃখ নিবৃত্তি ও শোক দূর হইল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সৌম্য! তুমি আমার যেরূপ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন অনুগত বন্ধু, এরূপ বন্ধু নিতান্ত দুর্ল্লভ, বিশেষতঃ এরূপ সময়ে। কিন্তু হে শুভলক্ষণ সৌমিত্রে! আমার হৃদ্গত অভিপ্রায় শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। সৌম্য সৌমিত্রে! আজ চারি দিন আমি রাজকার্য্য দর্শন করি নাই, তাহাতেই আমার মর্ম্ম ছিন্ন হইতেছে। অতএব তুমি প্রকৃতিবর্গ, পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান কর। পুরুষই হউক, আর স্ত্রীই হউক, যে কেহ আবেদনকারী অর্থী থাকে, তাহাদিগকেও আহ্বান কর। যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য্য দর্শন না করেন, তাঁহাকে বায়ুসঞ্চারবিহীন ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে নৃগনামে এক ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যবাদী, পবিত্রচেতা মহাযশস্বী মহীপতি ছিলেন। সেই রাজা একদা পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণভূষিত সবৎসা কোটি গাভী সংপ্রদান করিলেন। এক জন উঞ্ছবৃত্তি সাগ্নিকদরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা গাভী দৈবাৎ ঐ সকল গাভীর পালে মিশিয়া যায়; রাজা উহাকেও এক জন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

যাহার গাভী হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করত বহু বৎসর দেশ বিদেশে গাভীর অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিলেন। অনন্তর কণখলদেশে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিজ গাভীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, গাভীটী সুস্থ আছে; এবং তাহার বৎসটী বৃদ্ধ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ, নিজে যে নাম রাখিয়াছিলেন, সেই নাম ধরিয়া গাভীটীকে

আহ্বান করিলেন; শবলে! এস। গাভী তাহা শুনিতে পাইল। ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া গাভী তাঁহার পশ্চাৎগামিনী হইল। তিনি যেন পাবকের ন্যায় জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। এতদিন যিনি ঐ গাভী পালন করিতেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণও সত্বর গাভীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিকে কহিলেন, এ গাভী আমার। রাজসিংহ নৃগ আমাকে এই গাভী দান করিয়াছেন। সুতরাং উভয় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরস্পর তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহারা বিবাদ করিতে করিতে দাতার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না। অনেক দিন সেই স্থানে যাপন করিয়া অবেশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ ও অতীব কাতর হইয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উভয়েই ভীষণ অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, আমরা কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগকে দর্শন দান করিলে না; অতএব কৃকলাস হইয়া সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইবে। কৃকলাস হইয়া তোমাকে বহুসহস্র বহু শত বৎসর গর্ত্তমধ্যে বাস করিতে হইবে। বিষ্ণু মনুষ্য শরীর ধারণ করত বাসুদেব নামে যদুকুলে উৎপন্ন হইয়া যদুকুলের কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিবেন। রাজন্! তিনিই তোমার শাপ বিমোচন করিবেন। তত কালে তোমার নিষ্কৃতি হইবে। কলি যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাবীর্য্যশালী নরনারায়ণ পৃথিবীর ভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইবেন।

এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া উভয় ব্রাহ্মণের কোপশান্তি হইল। গাভীটী বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল, উভয়েই সম্মত হইয়া উহাকে অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

লক্ষ্মণ! রাজা নহুষ ঈদৃশ সুদারুণ অভিসম্পাত ভোগ করিতেছেন। কার্য্যার্থীরা পরস্পর বিবাদ করিলে রাজার দোষ ঘটে। অতএব যে কেহ অর্থী আছে, শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হউক।

সুবিচারের ফল রাজারা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মণ যাইয়া দেখ কে কার্য্যার্থ উপস্থিত হয়।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দীপ্ততেজা রামচন্দ্রের উক্তি শ্রবণ করিয়া পরমার্থবিৎ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ! সামান্য অপরাধ নিবন্ধন দ্বিজদ্বয় নৃগরাজাকে ঈদৃশ যমদণ্ড সদৃশ শাপ দান করিয়াছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, নৃগরাজা আপনাকে শাপগ্রস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন?

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, সৌম্য! নৃগরাজা শাপাক্রান্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, পুরোহিত, মন্ত্রী, নাগরিক ও প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া, দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, তোমরা সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। অনিন্দিত নারদ ও পর্ব্বত মুনি আমাকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়া বায়ু হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমরা কুমার বসুকেই অদ্যই রাজ্যে অভিষেক কর; এবং শিল্পীরা আমার নিমিত্ত সুখসেব্য গর্ত্ত প্রস্তুত করুক; আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া ব্রহ্মদত্ত শাপ ক্ষয় করিব। শিল্পিগণ একটী বর্ষার কষ্ট নাশক, একটী শীতের কষ্টনাশক ও আর একটী গ্রীষ্মের কষ্ট নাশক সুখসেব্য গর্ত্ত প্রস্তুত করুক। বহুবিধ ছায়াবৃক্ষ, ফলবান্ বৃক্ষ ও পুষ্পবতী লতা সকল রোপণ করা হউক; এবং গর্ত্তের চতুর্দ্দিক্ রমণীয় রূপে উপশোভিত করা হউক্। যতদিন কালপরিবর্ত্ত না হয়, ততদিন আমি এই গর্ত্তমধ্যে সুখে বাস করিব। গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ যোজন পর্য্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প সকল রোপণ করা হউক্।

রাজা নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! তুমি ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর! হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার তাদৃশ সামান্য অপরাধ নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ব্রাহ্মণ আমাকে যেরূপ অভিসম্পাত করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। পুত্র! কালই বলবান্, তিনিই আমাকে ঈদৃশ দুঃখ দান করিলেন। যাহা প্রাপ্ত হইবার, জীব তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যথায় যাইবার, তথায় অবশ্যই যাইয়া থাকে, এবং যে সুখ দুঃখ অবশ্যই লভ্য, তাহা অবশ্যই লাভ করে, সে পূর্ব্বজন্মে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই সমস্তই এই সকলের হেতু। অতএব বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী রাজা নৃগ পুত্রকে এই কথা কহিয়া, বাসার্থ সুগন্ধি গর্ত্ত মধ্যে গমন করিলেন। মহাত্মা নরপতি এই রূপে বিবিধরত্নখচিত গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিজদ্বয়প্রযুক্ত অভিসম্পাত ভোগ করিতে থাকিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

এই আমি তোমার নিকট নৃগশাপের বিস্তরবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। শ্রবণে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, এক্ষণে অপর কথা শ্রবণ কর।

রাম এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আশ্চর্য্যভূত কথা সকল শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পরমধর্ম্মিষ্ঠ কথা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, নিমি নামে অতিমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বীর্য্যশালী রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। সেই বীর্য্যসম্পন্ন রাজা গৌতমাশ্রমের সমীপে দেবপুরসদৃশ পুর প্রতিষ্ঠিত করেন। শুনিয়াছি, ঐ

পুরের পরম সুন্দর নাম বৈজয়ন্ত। রাজর্ষি মহাযশা নিমি তথায় নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রকার পরম সুন্দর মহাপুর স্থাপন করিয়া, তাঁহার মনে হইল, আমি পিতার মন আহ্লাদিত করিয়া, দীর্ঘ সত্রের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিব। এই প্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মনুর পুত্র ব্রহ্মর্ষিসত্তম বশিষ্ঠকে প্রথমে বরণ করিলেন। অনন্তর ইক্ষাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি অত্রি, অঙ্গিরা ও তপোনিধি ভৃগু ইঁহাদিগকে বরণ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সেই রাজর্ষি-সত্তম নিমিকে কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন। অতএব যাবৎ তাঁহার যজ্ঞসমাপ্তি না হয়, তাবৎ তুমি অপেক্ষা কর। এই বলিয়া বশিষ্ঠ গমন করিলে, মহাবিপ্র গৌতম তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে ব্রতী হইলেন। এবং মহাতেজা বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজর্ষি নিমি বিপ্রদিগকে আনয়ন করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বে নিজনগরীর সমীপে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যবসানে তাঁহার ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

ঐ সময়ে অনিন্দিত ভগবান্ বশিষ্ঠ, ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হইলে, হোতৃকার্য্যসম্পাদনার্থ রাজা নিমির সকাশে সমাগত হইলেন। গৌতম তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, দেখিয়া, তাহার নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, মুহূর্ত্ত কাল উপবিষ্ট রহিলেন। যজ্ঞ শেষ হওয়াতে, রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় নিতরাং অপহৃত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ রাজার অদর্শনে অতিমাত্র মন্যুযুক্ত হইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে পার্থিব! যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, অন্যকে বরণ করিয়াছ, হে রাজন্! সেইহেতু, তোমার দেহ চেতনাশূন্য হইবে।

অনন্তর রাজা জাগরিত হইয়া, শ্রবণ করিলেন, ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। তখন তিনি ক্রোধে

মূর্চ্ছিত হইয়া, বশিষ্ঠকে কহিলেন, আমি না জানিয়া, নিদ্রিত ছিলাম, আপনি ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া, অপর যমদণ্ডের ন্যায়, আমাকে শাপাগ্নি প্রদান করিলেন। অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! আপনারও দেহ চেতনাশূন্য এবং উহার শোভা সুচিরস্থায়িনী হইবে, সন্দেহ নাই।

তৎকালে নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র উভয়ে এই রূপে রোষবশ হইয়া, পরস্পরকে অভিশপ্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ দেহহীন হইলেন। তাঁহারা দুই জনেই ব্রহ্মার সমান প্রভাবসম্পন্ন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পরবীরহা লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, দীপ্ততেজা সেই রাঘবকে কহিলেন, সেই দেবসম্মত দ্বিজ ও পার্থিব উভয়ে ঐরূপে দেহ নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় কি রূপে দেহযুক্ত হইয়াছিলেন?

ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে পরস্পরের শাপে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, বায়ুভূত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা মহামুনি বশিষ্ঠ শরীরশূন্য হইয়া, অপর দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্মবিৎ সেই বশিষ্ঠ বায়ুভূত অবস্থায় দেবদেব পিতৃদেবের চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ দেবদেব পদ্মযোনি! আমি নিমিশাপে দেহহীন ও বায়ুভূত হইয়াছি। হে বিভো! দেহহীন হইলে, সকলেরই অতিমাত্র দুঃখ উপস্থিত ও সমুদায় কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অন্য দেহ প্রদান করিতে হইবে।

অমিতপ্রভ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাযশঃ!

তুমি মিত্রা বরুণের তেজে আবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম! ঐ তেজে প্রবেশ করিলেও, তুমি পূর্ব্ববৎ অযোনিজ ও পরম ধার্ম্মিক হইয়া, আমার বশতাপন্ন হইবে।

ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিলে, মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কালবিলম্ব পরিহার পুরঃসর বরুণালয়ে গমন করিলেন। তৎকালে মিত্র ক্ষীরোদের সহিত সমবেত ও সুরেশ্বরগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া, বরুণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে অপ্সরোবরা উর্ব্বশী সখিগণে পরিবৃতা হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। বরুণালয়ে ক্রীড়াপরায়ণা রূপসম্পন্না উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া, তজ্জন্য বরুণদেবের অতিমাত্র হর্ষ সমুদ্ভূত হইল। তখন তিনি সেই পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রাননা অপ্সরোবরাকে মৈথুনার্থ বরণ করিলেন। উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্র পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে বরণ করিয়াছেন। বরুণ কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া কহিলেন, তবে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে এই তেজঃ সমুৎসৃষ্ট করিব। হে সুশ্রোণি! হে বরবর্ণিনি! যদি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে, এই রূপে তোমার উদ্দেশে তেজঃ নিষিক্ত করিয়া আমি কৃতকাম হইব।

লোকনাথ বরুণের এই সুভাষিত আকর্ণন করিয়া, উর্ব্বশী পরম প্রীত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, যাহা বলিলেন, তাহাই করুন। আমার দেহমাত্র মিত্রের, কিন্তু আমার মন আপনাতেই অধিক আসক্ত। এবং আপনিও আমার প্রতি অতিমাত্র অনুরক্ত।

উর্ব্বশী এই প্রকার কহিলে, বরুণ সেই প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম পরমাদ্ভুত তেজ কুম্ভমধ্যে উল্লিখিত রূপে নিক্ষেপ করিলেন। তখন উর্ব্বশী মিত্রদেবতার সান্নিধ্যে সমাগত হইলেন। মিত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমি প্রথমে তোমাকে অভিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। রে দুষ্টচারিণী! তুমি কি

জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি বরণ করিলে? এই অপরাধে তোমাকে আমার ক্রোধে কলুষীকৃতা হইয়া, মনুষ্য-লোকে অবতরণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বাস করিতে হইবেক। কাশিরাজ রাজর্ষি পুরুরবা বুধের পুত্র। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি তোমার ভর্ত্তা হইবেন।

অনন্তর উর্ব্বশী শাপদোষের বশীভূতা হইয়া, পুরুরবার সান্নিধ্যে গমন করিলেন। রাজা পুরু বুধের ঔরস পুত্র; পুর-শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু নামে মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রসমদ্যুতি নহুষ এই আয়ুর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃত্রাসুরকে বজ্রা-ঘাত করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, এই নহুষ শত-বর্ষসহস্র ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন।

সুদন্তী সুনেত্রা সুভ্রূ উর্ব্বশী এই রূপে মিত্রশাপে পৃথিবীতে অবতরণ ও বহুবর্ষ বাস করিয়া, পরে শাপক্ষয়ে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ এই দিব্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, কাকুৎস্থ! অমরপূজিত সেই দ্বিজ পার্থিব উভয়ে দেহহীন হইয়া, পুনরায় কি রূপে দেহযোগ ভোগ করিয়া-ছিলেন।

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজে সেই যে কুম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তেজোময় দুই ঋষিসত্তম বিপ্র আবির্ভূত হইলেন। প্রথমতঃ ভগবান্ অগস্ত্য তাহাতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং আমি

তোমার পুত্র নহি, বলিয়া তিনি মিত্রকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। মিত্র উর্ব্বশীর নিমিত্ত বরুণ বীর্য্য বিসর্গের পূর্ব্বে অগস্ত্যের উৎপত্তির হেতুভূত ঐ তেজ নিষেক করিয়াছিলেন। যে কুম্ভে মিত্রের তেজ নিসৃষ্ট হইয়াছিল, বরুণ সেই কুম্ভেই নিজতেজ নিক্ষেপ করেন। সুতরাং উভয় তেজ একত্র মিলিত হইয়া গেল। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ইক্ষ্বাকুদৈবত তেজীয়ান্ বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের তেজ হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। হে সৌম্য! মহাতেজা ইক্ষ্বাকু জাতমাত্র সেই অনিন্দিত ঋষিকে আমাদের বংশের হিতের জন্য পুরোহিতপদে বরণ করিলেন। হে সৌম! আমি এই অপূর্ব্বদেহ মহাত্মা বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে, রাজা নিমির যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর।

রাজা নিমিকে দেহহীন দেখিয়া, মনীষী ঋষিগণ সকলে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। এবং সেই দ্বিজোত্তমগণ পৌর ও ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা রাজার সেই দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ভৃগু কহিলেন, হে পার্থিব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমার চেতনা সম্পাদন করিব। তৎকালে সুরগণও সকলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ভৃগুর অনুরূপ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সেই মৃত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষে! বর গ্রহণ কর এবং তোমার চেতোভিমানী প্রত্যগাত্মা কোথায়, নির্দ্দেশ কর।

নিমির চেতোভিমানী প্রত্যগাত্মা দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে সুরসত্তমগণ! আমি যেন সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বাস করিতে পারি। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া, নিমির ঐ প্রত্যগাত্মাকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সদৃশ লঘুভূত লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া, সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বিচরণ করিবে। হে পৃথিবীপতে! তোমার জন্য তাহাদের চক্ষু নিমেষধর্ম্মে আক্রান্ত হইবে। তুমি বায়ুরূপী হইয়া বিচরণ

করিতে আরম্ভ করিলে, তজ্জন্য ভূতগণের চক্ষুর যে শ্রান্তি জন্মিবে, এই নিমেষ দ্বারা তাহার অপনোদন হইবে।

এই বলিয়া দেবগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা ঋষিগণ সকলে নিমির দেহ সমাহৃত ও সেই দেহ সেই যজ্ঞভূমিতে অরণিরূপে কল্পিত করিয়া, সবিশেষ তেজঃসহায়ে মন্থন করিতে লাগিলেন। এই রূপে নিমির পুত্রোৎপত্তিজন্য সেই সকল মহাত্মা মন্ত্রহোমপুরঃসর অরণিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলে, এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। মন্থন হইতে জন্ম বলিয়া উহার নাম মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে জন্ম বলিয়া উঁহার নাম বৈদেহ হইয়াছে। এই রূপে বিদেহরাজ জনক প্রথমে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ঐ মহাতেজার অপর নাম মিথি। তাহাতেই জনকবংশ মৈথিল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

হে সৌম্য। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজর্ষি নিমি উভয়ের পরস্পর শাপবশতঃ অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

—:•:—

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাম এই প্রকার কহিলে, পরবীরহা লক্ষ্মণ তেজে অতিমাত্র প্রজ্বলিত মহামতি সেই রামকে বলিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! মুনি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমি উভয়ের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নিরতিশয় অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ। কিন্তু নিমি শৌর্য্যশালী ক্ষত্রিয়; বিশেষতঃ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তথাপি, তিনি মহামতি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না।

ক্ষত্রিয়পুঙ্গব রাম এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! পুরুষমাত্রেই ক্ষমাশীল এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হে সৌমিত্রে। রাজা যযাতি

সাত্বিক মার্গ অবলম্বন করিয়া, যেরূপে দুঃসহ রোষ ক্ষমা করিয়াছিলেন, সমাহিত হইয়া, তাহা শ্রবণ কর।

পৌরবর্দ্ধন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। সৌম্য! যযাতির দুই স্ত্রী, তাঁহারা রূপে অদ্বিতীয়। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বার দুহিতা দিতির পৌত্রী শর্ম্মিষ্ঠা নহুষনন্দন রাজর্ষি যযাতির এক পত্নী। রাজা সেই পত্নীর প্রতি পরম প্রীতিমান্ ছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! তাঁহার অপর পত্নী উশনার দুহিতা সুমধ্যমা দেবযানী, ইনি স্বামীর আদরভাগিনী ছিলেন না। ইঁহাদের উভয়েরই গর্ভে এক এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রেরা উভয়েই রূপবান ও সমাহিত। তন্মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পূরু ও দেবযানীর গর্ভে যদু জন্ম গ্রহণ করেন। পূরু মাতার নিমিত্ত এবং নিজের গুণবান্ বলিয়া, রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তদ্দর্শনে যদু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, মাতাকে কহিলেন, আপনি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব ভার্গবের কুলে জন্মিয়া, হৃদ্গত দুঃসহ দুঃখ ও অবমান সহ্য করিতেছেন। অতএব দেবি! উভয়ে একযোগে হুতাশনে প্রবেশ করি, চলুন। রাজা দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত বহু রজনী বিহার করুন। যদি আপনি ইহা সহ্য করেন, আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি সহ্য করিতে পারিব না, নিঃসন্দেহই প্রাণ ত্যাগ করিব।

পুত্র নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে এই প্রকার কহিলে, দেবযানী তাহা শুনিয়া, সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ পিতাকে স্মরণ করিলেন। ভার্গব দুহিতার সেই ইঙ্গিত অবগত হইয়া, তিনি যেখানে, সত্বর তথায় সমাগত হইলেন এবং দুহিতাকে প্রকৃতিহীন, হর্ষহীন ও চেতনাহীন দর্শন করিয়া, কহিলেন, বৎসে! এ কি?

দীপ্ততেজা পিতা ভার্গব বারম্বার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আর কোন মতেই

ধারণে সমর্থ হইব না। হয়, অগ্নিপ্রবেশ করিব, না হয়, তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব; অথবা জলে মগ্ন হইব। আমি যে দুঃখিতা ও অবমানিতা হইয়াছি, আপনি তাহা জানিতেছেন না। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি অবজ্ঞা করিলে, তাহার আশ্রিত পুষ্পাদিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রাজা আমাকে অপমান করাতে, আপনারও মানহানি হইয়াছে, সন্দেহ কি?

দুহিতার এই কথা শুনিয়া, ভার্গব রোষপরিপ্লুত হইয়া, রাজা যযাতিকে বলিতে লাগিলেন, তুমি নহুষের পুত্র, অতি দুরাত্মা। আমাকে অবমাননা করিয়াছ। এই হেতু তোমাকে এই তরুণ বয়সে জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতে হইবে। মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এতপ্রকার শাপদানানন্তর দুহিতাকে আশ্বস্ত করিয়া, পুনরায় স্বভবনে সমাগত হইলেন। সেই সূর্য্যসমানতেজা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্য এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ ও দুহিতা দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান পুরঃসর নহুষাত্মজ যযাতিকে অভিশপ্ত করিয়া, পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

— ঃ·ঃ —

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

শুক্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া, নহুষনন্দন যযাতি অতিমাত্র ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর ঋষিশাপে অতিমাত্র জরাগ্রস্ত হইয়া, যদুকে কহিলেন, যদু! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব আমার হইয়া, এই পরম জরা গ্রহণ কর; হে মহাযশা! আমি ভোগপরম্পরা সম্ভোগ করিয়া বিহার করিব। হে পুরুষসিংহ! বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া, আজিও আমার পরিতৃপ্তি হয় নাই। অতএব বিশেষরূপে কাম ভোগ করিয়া, পরে এই জরা গ্রহণ করিব।

যদু এই কথা শুনিয়া, নরশ্রেষ্ঠ যযাতিকে কহিলেন, পুরু আপনার পরমপ্রিয়তম পুত্র। অতএব সেই এই জরা প্রতিগ্রহ করুক। হে রাজন্! আপনি আমায় সকল বিষয়েই বহিষ্কৃত

করিয়াছেন। এমন কি, নিকটে যাইতেও দেন না। অতএব আপনি যাহার সহিত একত্রে ভোজন করেন, সেই পুরুই জরা গ্রহণ করুক।

রাজা যদুর এই কথা শুনিয়া পুরুকে কহিলেন, মহাবাহো! মদর্থে এই জরা তুমি গ্রহণ কর।

পুরু যযাতি কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এক্ষণে আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।

যযাতি পুরুর এই কথা শুনিয়া, পরম প্রীত ও অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে জরা সম্প্রদান করিলেন। এবং তৎপ্রভাবে যুবা হইয়া, সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুবর্ষসহস্র পৃথিবী পালন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘ কাল অতীত হইলে, যযাতি পুরুকে কহিলেন, বৎস! জরা আনয়ন কর; আমি ন্যাস নির্য্যাতন করিব। আমি ন্যাস স্বরূপে তোমাতে জরা সংক্রামিত করিয়াছিলাম। এই হেতু, সেই জরা প্রতিগ্রহ করিব; তুমি ব্যথিত হইও না। হে মহাবাহো! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিলে, ইহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে আমি প্রীতি সহকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। রাজা যযাতিপুত্র পুরুকে এইপ্রকার কহিয়া, পরে রোষাবিষ্ট হইয়া, দেবযানিনন্দন যদুকে কহিলেন, তুমি ক্ষত্ররূপী দুরাসদ রাক্ষস আমার ঔরসে জন্মিয়াছ। সেই হেতু, আমার আজ্ঞা প্রতিহত করিলে। এই জন্য তুমি কখনও রাজা হইবে না। আমি তোমার পিতা ও গুরু। তথাপি তুমি আমায় অবজ্ঞা করিলে। এই জন্য তুমি দারুণপ্রকৃতি রাক্ষসগণের জনয়িতা হইবে। দুর্ম্মতি তোমার সন্তানেরাও সোমবংশচ্যুত হইবে। এবং তোমার বংশও তোমার সমান দুর্ব্বিনীত হইবে।

রাজর্ষি যযাতি যদুকে এই প্রকার কহিয়া, রাজ্যবিবর্দ্ধন পুরুকে রাজ্যদান দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া, আশ্রমে প্রবেশ করি-

লেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে স্বর্গধামে গমন করিলেন। মহাযশা পুরু পরমধর্ম্ম সহকারে কাশীরাজ্যে পুরবর প্রতিষ্ঠানে রাজ্য করিতে লাগিলেন। যদু সহস্র সহস্র রাক্ষসের জন্ম দান করিলেন। এবং রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, ক্রৌঞ্চবননামক দুর্গম নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই রূপে রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, শুক্রাচার্য্যের প্রদত্ত শাপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা নিমি তাহা ক্ষমা করেন নাই। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বলিলাম। হে সৌম্য! আমরা এই সকল কৃতিমান্ লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইব। তাহা হইলে, নৃগের ন্যায়, দোষে পতিত হইতে হইবে না।

চন্দ্রনিভানন রামচন্দ্র এইপ্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে নভোমণ্ডল অতিবিরল তারকামালায় পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্ব দিক্ অরুণকিরণে রক্তবর্ণ হইয়া, যেন কুসুমরসরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শোভমান হইল।

সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর বিমল প্রাতঃকালে পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া, রাজীবলোচন রামচন্দ্র ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ও পৌরজনের সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ, কশ্যপ ঋষি, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য ধর্ম্মপাঠকগণ এবং নীতিজ্ঞ, সভ্য ও রাজগণে সভা পরিপূর্ণ হইল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের সভা মহেন্দ্রের সভা যমের সভা ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো সৌমিত্রে! তুমি অর্থিদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত বহির্দ্বারে গমন কর। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ

দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং অর্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই বলিল না যে আমার কার্য্য আছে। রাম রাজ্য পালন করিতেছিলেন; আধি বা ব্যাধি কিছুই ছিল না; শস্য সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে পক্ক হইতেছিল; এবং পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার ওষধিই উৎপাদন করিতেছিলেন। বালক, যুবা বা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইত না। প্রজাবর্গ ধর্ম্মানুসারে শাসিত হইতেছিল; সুতরাং কাহাকেও কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই। অতএব রামের রাজত্বে বিচারার্থী কেহই ছিল না। লক্ষ্মণ যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে এই কথা নিবেদন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র মনে মনে অতীব হৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া দেখ, কেহ অর্থী আছে কি না। রাজনীতি সম্যক প্রযুক্ত হইলে, অধর্ম্ম কুত্রাপি থাকিতে পারে না। এই জন্যই রাজভয়ে সকলে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। মৎপ্রযুক্তা নীতি আমার বাণের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তথাপি মহাবাহো! তুমি তৎপর হইয়া প্রজা রক্ষা করিবে।

এই কথা শুনিয়া সৌমিত্রি রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। এবং দেখিলেন, দ্বারদেশে এক কুকুর অবস্থিতি করিতেছে। সে লক্ষ্মণকে দেখিয়াই মুহুর্মুহু উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ উহাকে তাদৃশ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! তোমার কার্য্য কি আছে, বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় উত্তর করিল, আমি সর্ব্বভূতের শরণদাতা অক্লিষ্টকর্ম্মা বিপদে রক্ষাকর্ত্তা রামচন্দ্রের নিকট বলিতে ইচ্ছা করি। লক্ষ্মণ সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য গৃহভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং রামচন্দ্রকে নিবেদন করত পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া সারমেয়কে কহিলেন, যদি তোমার বক্তব্য থাকে আসিয়া রাজাকে বল।

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় কহিল, দেবালয়ে, নৃপালয়ে, এবং ব্রাহ্মণালয়ে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। অতএব সৌমিত্রে! আমরা এস্থানে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি, কারণ আমরা সকল যোনির অধম। আমি এস্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহি, কারণ রাজা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র সত্যবাদী, রণপটু, ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিয়ত নিযুক্ত। তিনি ষড়্গুণ প্রয়োগের স্থল বিলক্ষণ অবগত আছেন; এবং তিনি নীতির কর্ত্তা, সর্ব্ব ও সর্ব্বদর্শী, তাঁহার তুল্য আনন্দদায়ক আর কেহই নাই। তিনি সোম, তিনি মৃত্যু, তিনি যম; তিনি কুবের; তিনি অগ্নি; তিনি ইন্দ্র; তিনি সূর্য্য; তিনি বরুণ। সৌমিত্রে! আপনি যাইয়া তাঁহাকে বলুন; তিনি প্রজার পালনকর্ত্তা। সৌমিত্রে! তাঁহার আজ্ঞা পালনে আমি প্রবেশ করিতেই ইচ্ছা করি না।

তখন মহাভাগ মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ কৃপা বশত রাজভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আপনি আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার দ্বারদেশে একটী কুক্কুর অর্থী হইয়া দ্বার দেশে উপস্থিত রহিয়াছে।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, যে কেহ কার্য্যার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই তৎক্ষণমাত্র আনয়ন করিবে।

একসপ্ততিতম সর্গ।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিমান লক্ষ্মণ সত্বর গমন পূর্ব্বক কুক্কুরকে আহ্বান করত রামকে নিবেদন করিলেন। রাম কুক্কুরকে সমাগত দর্শন করিয়া, কহিলেন, সারমেয়!

তোমার প্রয়োজন কি, আমাকে বল ; তোমার কোন ভয় নাই।

তখন ভগ্নমস্তক কুক্কুর ঐ স্থানে রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিল ; রাজাই প্রাণীদিগের কর্ত্তা, এবং রাজাই বিনেতা। প্রজাগণ সুপ্ত হইলেও রাজা জাগ্রত থাকেন ; এবং রাজাই প্রজাপালন করেন। রক্ষক রাজা সুপ্রযুক্ত নীতি দ্বারা ধন রক্ষা করেন। রাজা পালন না করিলেই প্রজা লোপ পাইতে থাকে। রাজাই কর্ত্তা এবং রাজাই সমস্ত জগতের পিতা। রাজাই কাল, রাজাই যুগ, রাজাই সর্ব্ব জগৎস্বরূপ। ধারণ করা হইতেই ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মই সচরাচর ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে। ধর্ম্ম শত্রুদিগকে ধারণ অর্থাৎ নিবারণ করিয়া থাকে ; ধর্ম্মই ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেছে। এই জন্যই ধর্ম্মের নাম ধারণ। ধারণ ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম! এবং পরকালে ফলপ্রদ। আমার জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম দ্বারা দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই। দান, দয়া, সাধুদিগের পূজা, ও ব্যবহারের সরলতা, ইহাও পরম ধর্ম্ম ; ইহাতে ইহকাল ও পরকাল রক্ষা হয়। হে রাঘব! হে সুব্রত! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ। আপনি সাধুদিগের ধর্ম্মও অবগত আছেন। আপনি সমস্ত ধর্ম্মের বিশ্রামস্থান। গুণে আপনি সাগরের সদৃশ। হে রাজসত্তম! আমি অজ্ঞান প্রযুক্ত আপনাকে এত কথা কহিলাম। অবনত মস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না।

কুক্কুরের সদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, এখন তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুক্কুর কহিল, রাজা ধর্ম্ম দ্বারাই রাজ্য লাভ করেন, ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করেন, ধর্ম্ম দ্বারা লোকের শরণ্য হইয়া থাকেন, এবং ধর্ম্ম দ্বারা প্রজার ভয় দূর

করেন। হে রামচন্দ্র! আপনি এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষু। করে; সে অকারণ নিরপরাধ আমাকে প্রহার করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রাম দ্বারবান্‌কে প্রেরণ করিলেন। দ্বারবান্ সর্ব্বার্থপণ্ডিত সর্ব্বার্থসিদ্ধকে আনয়ন করিল।

অনন্তর ঐ দীপ্ততেজা দ্বিজবর ঐ স্থানে রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, হে অনঘ রামচন্দ্র! আমায় আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে বলুন।

ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, দ্বিজ! আপনি এই কুক্কুরকে প্রহার করিয়াছেন। বিপ্র! এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে আপনি ইহাকে লগুড় প্রহার করিয়াছেন। ক্রোধ প্রাণনাশক শত্রু, ক্রোধ মিত্রের ন্যায় প্রিয়ভাষী শত্রু; ক্রোধ মহাতীক্ষ্ণ অসি, ক্রোধ সর্ব্বস্ব হরণ করে। তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়, ক্রোধ সমস্ত অপহরণ করে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল নিরন্তর দুষ্ট অশ্ব সকলের ন্যায় ধাবিত হইতেছে; ভোগ্য বস্তু সকল নিরাকরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্য দ্বারা ঐ সকল অশ্বের সারথ্য করা বিধেয়। মন, কর্ম্ম, বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের হিত সাধন করিবে, কাহারও দ্বেষ করিবে না; কিছুতেই লিপ্ত হইবে না। আত্মা সংযত না হইলে যে অনিষ্ট করে তীক্ষ্ণধার, অসি, পদদলিত সর্প, বা নিত্যসংক্রুদ্ধ শত্রুও সে অনিষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বিনয় শিক্ষা করিয়াছে, তাহারও প্রকৃতিকে বিশ্বাস করা যায় না। যে ব্যক্তি প্রকৃতি গোপন করে, প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।

অক্লিষ্ট রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে পর, ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধ তাঁহার সমীপে নিবেদন করিলেন, অবেলায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটন

করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি এই কুক্কুরকে প্রহার করিয়াছি। এই কুক্কুর পথমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; আমি বার বার বলিয়াছিলাম, সরিয়া যা। অনন্তর এই কুক্কুর অনিচ্ছা পূর্ব্বক অল্পে অল্পে গমন করিয়া পথ প্রান্তে বিষম ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আমি ক্ষুধায় কাতর ছিলাম, ইহার এই দুষ্টব্যবহার নিবন্ধন আমি ইহাকে প্রহার করিয়াছি. হে রাজরাজেশ্বর! আমি অপরাধ করিয়াছি। আপনি আমাকে শাসন করুন। হে রাজেন্দ্র! আপনি আমার দণ্ড বিধান করিলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর রাম সমস্ত সভাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তব্য কি; ইঁহার কিরূপ দণ্ডবিধান করা যায়। সমুচিত দণ্ড করিলেই, প্রজার রক্ষা হয়। তখন ভৃগু, অঙ্গিরা, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ; প্রধান প্রধান ধর্ম্ম পাঠকগণ; অমাত্যগণ; পৌরগণ এবং তত্রোপস্থিত অন্যান্য অনেক শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ সকলেই কহিলেন, ব্রাহ্মণের বধ দণ্ড অবিহিত।

রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিতগণ সকলেই এইরূপ কহিল. পূর্ব্বোক্ত মুনিগণ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাঘব! রাজা লোকের শাসনকর্ত্তা; বিশেষতঃ আপনি। আপনি ত্রিলোকের শাসনকর্ত্তা সনাতন দেব বিষ্ণু।

তাঁহারা সকলে এই কথা কহিলে, পর সারমেয় কহিল, বীর! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? অতএব যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার মত হয়, রাজন্! তাহা হইলে, আপনি এই ব্রাহ্মণকে দেবালয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিউন। মহারাজ! ইহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করুন।

এই কথা শুনিয়া রাম ব্রাহ্মণকে কুলপতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ সংকৃত ও আনন্দিত হইয়া গজস্কন্ধা-

রোহণে লক্ষপদ অধিকারার্থ গমন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের অমাত্যগণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহাদ্যুতে! ইহাঁকে ত দণ্ড করা হইল না; আপনি ইহাকে বর প্রদান করিলেন।

অমাত্যদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, তোমরা এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ জ্ঞাত নহ, কুক্কুর সমস্তই অবগত আছে।

অনন্তর রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর, কুক্কুর উত্তর করিল, রাঘব! আমি সেই স্থানের কুলপতি ছিলাম। দেব দ্বিজের পূজা সমাপন ও দাস দাসী গণ ভোজন করিলে পর, আমি সর্ব্ব শেষে আহার করিতাম। যাহার যাহা প্রাপ্য, যথাযথ সমস্ত বিভাগ করিয়া দিতাম; পাপে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। দেবতার দ্রব্য সকল সাবধানে রক্ষা করিতাম; এবং বিনয়ী, সুশীল, ও সর্ব্ব প্রাণীর হিত সাধনে নিরত ছিলাম। তথাপি আমি এই ঘোর অবস্থা, এই অধমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি। রাঘব! ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত, ধর্ম্মত্যাগী, অহিতনিরত, অনহিষ্ণু, নৃশংসস্বভাব, পরুষভাষী, অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক হইলে উর্দ্ধাধঃ সপ্ত পুরুষকে অধঃপাতিত করে। অতএব কোন অবস্থাতেই কুলপতির কার্য্য করিবে না। পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাকে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গোর সেবায় নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব, স্ত্রীধন, বালকের ধন ও নিজের দত্ত বস্তু হরণ করে, সে যাবতীয় অভীষ্ট বস্তুর সহিত বিনষ্ট হয়। রাঘব! ব্রাহ্মণের ও দেবতার দ্রব্য হরণ করিলেই বীচিনামক ঘোর নরকে গতি হইয়া থাকে। যে নরাধম মনোদ্বারাও দেবস্ব বা ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে উত্তরোত্তর এক নরক হইতে নরকান্তরে নিপাতিত হয়।

কুক্কুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের লোচনযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কুক্কুরও যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় প্রস্থান করিল।

পূর্ব্ব জন্মে এই কুক্কুর অতি মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন ; এক্ষণে জাতিদোষে দূষিত হইয়াছিলেন। সেই মহাভাগ অবশেষে বারাণসীতে গমন করিয়া প্রায়োপবেশন করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অযোধ্যার সন্নিহিত বহুপাদপশোভিত মনোরম কানন মধ্যে এক নদীতীরব্যাপ্ত কোকিল-নিনাদিত সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণ নানাপক্ষিগণে সমাবৃত পর্ব্বতে বহুকাল হইতে এক গৃধ্র ও এক পেচক বাস করিত। একদা পাপমতি গৃধ্র পেচকের বাসস্থানকে আমার বাসস্থান বলিয়া পেচকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। আর্য্য! উভয়েই কহিল, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সর্ব্বভূতের রাজা, চ, আমরা সত্বর তাহার নিকট যাইয়া বিচার করিয়া লই, এ কাহার বাসস্থান।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া গৃধ্র ও পেচক উভয়ে ক্রোধান্বিত ও অসহিষ্ণুভাবে কলহ করিতে করিতে রামের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিল। অনন্তর গৃধ্র সেই নরনাথের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিল,হে নরনাথ! আমি জানি, আপনি সুর ও অসুরগণেরও শ্রেষ্ঠ। হে মহাদ্যুতে! বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও আপনার বুদ্ধিবিদ্যা অধিক। আপনি প্রাণিগণের উৎকৃষ্ট ও অধম গতি জ্ঞাত আছেন। কান্তিতে আপনি চন্দ্রের সদৃশ এবং আপনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য! আপনি গৌরবে হিমাচল ও গাম্ভীর্য্যে সাগরের সমান ; এবং লোকপালের তুল্যমূল্য। আপনি ক্ষমায় পৃথিবী ও লঘুগতিতে বায়ুর সদৃশ। রাঘব! আপনি গুরু ; সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ; কীর্ত্তিশালী, অমর্ষস্বভাব, দুর্জ্জয়, জয়শীল এবং সর্ব্ব শাস্ত্র ও সর্ব্ববিধির পারদর্শী। হে নরপুঙ্গব রামচন্দ্র! আমার আবেদন শ্রবণ করুন। হে রাঘব! হে রাজন্! আমি অগ্রে যে বাসস্থান

নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই পেচক তাহা বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে। গৃধ্র এই কথা কহিলে পর পেচক কহিল, মহারাজ! রাজা চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমদের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাতে মানুষেরও কিঞ্চিৎ অংশ থাকে। আপনি কিন্তু সর্ব্বময় দেব স্বয়ং নারায়ণ। আপনি স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া সকল ভূতের প্রতি সুবিচার করেন, অতএব আপনার সৌম্য ভাব সম্যক্ সুপ্রযুক্ত, এই জন্যই আপনি চন্দ্রের অংশ। হে প্রজানাথ! আপনি আমাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হন, আপনি আমাদিগের দণ্ড বিধান করেন, আপনি আমাদিগকে দান করেন; এবং আপনি আমাদিগের পাপভয় নিবারণ করেন, অতএব আপনি আমাদিগের দাতা, হর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; এই জন্যই আপনি আমাদিগের ইন্দ্র। তেজে আপনি অনলের ন্যায় সর্ব্বভূতের অধৃষ্য; আপনি নিরন্তর সর্ব্বলোক আলোকিত করিতেছেন, এই জন্য আপনি ভাস্করের সদৃশ। আপনি সাক্ষাৎ ধনেশ্বর কুবেরের তুল্য; অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। ধনেশ্বরের ন্যায় পদ্মা শ্রী নিত্য আপনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ধনেশ্বরের কার্য্য করেন বলিয়া, আপনি আমাদিগের ধনেশ্বর। রাঘব! স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতেই আপনার সমান দৃষ্টি; আপনি শত্রু মিত্রকে সমান চক্ষে দর্শন করেন। যথাবিধানে ব্যবস্থা করিয়া আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। রাঘব! আপনি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, মৃত্যু তাহার প্রতি ধাবিত হয়। এই জন্যই আপনাকে অতি বিক্রমসম্পন্ন যম বলা যায়। হে নৃপসত্তম! আপনি আমাদিগের সর্ব্বভূতের প্রতি ক্ষমাকারী দয়াবান্ রাজা; এই আপনার মানুষ অংশ। রাজাই দুর্ব্বল অনাথের বল, এবং রাজাই অন্ধের চক্ষু ও অগতির গতি। আপনিও আমাদিগের রাজা; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমার আবেদন শ্রবণ করুন। রাজন্! এই গৃধ্র আমার আবাস মধ্যে প্রবেশ

করিয়া আমার প্রতি উপদ্রব করিতেছে। হে নরপুঙ্গব! মনুষ্যদিগের আপনিই দেবতা, এবং আপনিই শাসনকর্ত্তা।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও মহাবল সুমন্ত্র, রাজা দশরথের ও রাঘবের এই সমস্ত অমাত্যগণ নীতিকুশল মহাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ধীমান, কুলীন, এবং নীতি ও মন্ত্রণায় সুপণ্ডিত। ধর্ম্মাত্মা রাঘব এই সকল মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বিমানারোহণে বিবাদস্থলে গমন করিলেন; এবং পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিবাদসম্বন্ধে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃধ্র! তুমি কত বৎসর এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ? যদি স্মরণ থাকে ত আমাকে বল।

গৃধ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া রাঘবকে কহিল, রামচন্দ্র! যে সময় মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি। উলূকও রাঘবকে কহিল, রাজন্! পৃথিবী যখন প্রথমতঃ বৃক্ষ দ্বারা উপশোভিত হয়, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি।

এই কথা শ্রবণে রাঘব সভাসদদিগকে কহিলেন, যে সভায় বৃদ্ধ নাই, সে সভা, সভাই নহে। যে সকল বৃদ্ধ ধর্ম্ম কথা না কহেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নহেন। যে ধর্ম্মে সত্য কপটের অনুবন্ধী, সে সত্যও সত্যই নহে! যে সকল সভ্য জানিয়াও চিন্তার ভাণ করেন, যথাকালে তদ্বিষয়ে কোন উত্তরই করেন না, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। কাম, ক্রোধ কি ভয়নিবন্ধন যিনি জানিয়াও প্রশ্নের উত্তর না করেন, তিনি আপনি সহস্র সহস্র বারুণপাশ দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিয়া থাকেন; এক এক বৎসর পূর্ণ হইলে, এক একটী পাশ উন্মুক্ত হয়। অতএব জানিলে অবশ্যই সাহস পূর্ব্বক সত্য কথা কহিবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে রাজন্! হে মহামতে! উলূকই সত্য কথা কহিতেছে; গৃধ্র

সত্তা করিতেছে না। হে মহারাজ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ; রাজাই পরম গতি; রাজাই প্রজাবর্গের মূল ও রাজাই সনাতন ধর্ম্ম। যাহাদিগের রাজা শাসনকর্ত্তা আছেন, তাহাদিগকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। প্রত্যুত তাহারা যমের ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া, সদ্‌গতি লাভ করে।

মন্ত্রীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পুরাণে যাহা কথিত হইয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে চন্দ্রার্ক ও নক্ষত্রগণ সংযুক্ত আকাশ; পর্ব্বত সহিত পৃথিবী এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য সমস্ত সলিলার্ণবে নিমগ্ন ছিল। তখন একমাত্র নারায়ণ দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় অবস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মা লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভূতভাবন মহাতেজা নারায়ণ সৃষ্টিসংহার পূর্ব্বক অর্ণবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর নিদ্রিত ছিলেন।

সৃষ্টিসংহার পূর্ব্বক বিষ্ণু নিদ্রিত হইলেন, দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যখন বিষ্ণুর নাভিস্থল হইতে সুবর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইল, তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মা পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, এবং মনুষ্য ও সরীসৃপ, প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রজাবর্গ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মহাযোগী মহাতপা হইয়া, ঐ পদ্ম দ্বারা বহির্গত হইলেন।

অনন্তর নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবীর্য্যশালী ঘোররূপী সুদুর্দ্ধর্ষ দানব উৎপন্ন হইল। এবং প্রজাপতিকে দেখিয়াই তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু এক অতি বিকট চীৎকার করিলেন। ঐ চীৎকার হইবামাত্র নারায়ণের সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর নারায়ণ চক্রপ্রহার দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন। তাহাদিগের বসায় সমস্ত পৃথিবী সর্ব্বত্র পরিপ্লাবিত হইল। লোকধারী হরি তাহার পর পৃথিবীকে